CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 September 2021 ■ আগরতলা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১০ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিউইয়র্কে প্রবাসী ভারতীয়দের সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছবি-পিআইবি

বাম জমানার জমি ডাকাতরা বহাল তবিয়তে সরকারি ভূমির যথেচ্ছ কেলেংকারীর সুরাহা নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। দীর্ঘ বাম জমানায় বহু জমি এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল বন্দোবস্ত পেয়েছে। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে এই সব বেআইনী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কার্য্যকর করা হয়নি। এই জমি বন্টন কেলেঙ্কারি বাম আমলে চুপিসারেই হয়েছে। প্রতিবাদী শক্তি সোচ্চার হতে সাহসী হয়নি। সংগীত গ্রাম, কৃষক সেবা কেন্দ্র, যাদু কেন্দ্র ইত্যাদির নামে বিস্তর সরকারি জমি বিলি বন্টন হয়। কিন্তু কাজের কাজ অষ্টরম্বা। এর বিরুদ্ধে তদন্তের দাবী উঠলেও বর্তমানে তাও প্রায় চাপা পড়ে আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক মূল্যবান জায়গা নেতার আত্মীয় ও পরিজনদের নামে বন্দোবস্ত করিয়ে নেয়া হয়। বটতলা টিআরটিসি স্ট্যান্ডের জমিও বাম প্রভাবশালীদের মধ্যে বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। তখন ভয়ে কেউ মুখ খুলতে চাননি। ফলে, জমি ডাকাতির ঘটনা বাড়তেই থাকে।

জমানা বদলের সাথে সাথে জমি প্রাপক সুবিধাভোগীরা রাতারাতি বর্তমান ক্ষমতাসীনদের সাথে গোপন যোগাযোগ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। আর এজন্যই তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। রাজ্যে অনেক ভূমিহীন আছেন যারা ভূমির অভাবে কিছুই করতে পারছেন না। তারা বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারি জমি বন্টনের জন্য নামকাওয়াস্তে একটি কমিটিও আছে। তাদের অভিযোগও সরকারি পর্য্যায়ে কলাপাতার সমান বলে অভিযোগ করেছেন। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের বর্তমানে যেসব সরকারি জমি পতিত আছে সেগুলি বিলি বন্টনের ক্ষেত্রে বা বন্দোবস্ত দেওয়ার প্রশ্নে একটি শক্তিশালী নীতিনির্দেশিকা প্রণয়ন করার তাগিদ এসেছে। জমি লুটের দন্ত করলে বহু কেলেংকারী বেরিয়ে আসবে। এই কলংকিতরাই এখন তলে তলে ক্ষমতাসীনদের ভীড়ে মিশে যাচ্ছেন। অদূর ভবিষ্যতে জমি লুট ইত্যাদির বিরুদ্ধে সরকার শক্তিশালী ভূমিকা না নিলে রাজ্যের প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, রাজধানী আগরতলা শহরের আশেপাশে প্রচুর সরকারি জমি তথা খাস জমিতে ভূমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। বাড়ি ঘর করে বসবাসও করছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় হচ্ছে যাদেরকে ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে তারা আবার তাদের বাড়ির আশেপাশের জায়গা দখল করে নিয়েছেন। এমন ঘটনার অভাব নেই। তাছাড়া যেসব সংস্থার নামে সরকারি জমি দেয়া হয়েছে সেই সব সংস্থার অস্তিত্বই নজরে নেই। কোটি কোটি টাকার সরকারি জমি হাতিয়ে নিয়েছে ওইসব সংস্থা। কিছু সংস্থাতো আবার যে কারণে জমি নিয়েছিল তা না করে অন্য ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

কলমচৌড়ায় বাড়িতে ঢুকে স্ত্রী সন্তানসহ গৃহস্বামীকে কুপিয়ে ঘায়েল করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার গভীর রাতে একদল পাচারকারী ও সন্ত্রাসী গভীর রাতে রহিমপুর এলাকার হানিফ মিয়ার বাড়িতে বাড়িঘর ভাঙচুর সহ তাণ্ডব চালায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার রাত আনুমানিক ১২টা নাগাদ রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ড এলাকার পাচারকারী ও সন্ত্রাসী হিসাবে পরিচিত সালাউদ্দিন ও আশিক মিয়ার নেতৃত্বে সাত-আটজন লাঠিয়াল বাহিনী একই এলাকার হানিফ মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায়।

হামলাকারীরা প্রথমে হানিফ মিয়ার টিনের ঘরের বেড়া রড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলে। তারপর পাচারকারী, লাঠিয়াল বাহিনীরা বাড়িতে হানিফ মিয়ার অনুপস্থিতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকে হানিফ মিয়ার স্ত্রী রিনা আক্তারকে শ্লীলতাহানি সহ প্রচণ্ড মারধোর করে। শুধু তাকেই নয় তার ঘরে থাকা দুই সন্তানদেরও মারধর করে।

পরবর্তী সময়ে রিনা আক্তারকে ভয় দেখিয়ে ঘর থেকে ৩০ হাজার টাকাসহ মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে যায়। অতর্কিত হামলার খবর বাড়ির মালিক হানিফ মিয়া জানতে পেরে তড়িঘড়ি বাড়িতে ছুটে আসে। হানিফ মিয়া তাণ্ডবলীলায় বাধা দিলে দুস্কৃতিরা তাকেও প্রথমে কিল-ঘুষি লাঠি দিয়ে আঘাত সহ ধারালো দা দিয়ে পায়ে আঘাত করে। তাতে হানিফ মিয়ার পায়ে আঘাত লাগে ও প্রচন্ড রক্তাক্ত হয়। হানিফ মিয়ার পা দিয়ে রক্ত ঝড়ছে লাঠিয়াল বাহিনীরা দেখতে পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি মধ্যরাতে হওয়ায় যোগাযোগ সমস্যার কারণে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেনি হানিফকে। তাকে বাড়িঘরে কোনরকম চিকিৎসা করে রাত কাটায় এলাকার লোকজন। পরের দিন সকালবেলা এই ঘটনা এলাকায় চাউর হতেই এলাকার প্রধানসহ লোকজন এসে ঘটনার নিন্দা জানায়। পরবর্তী সময়ে হানিফ মিয়াকে এলাকার প্রধান হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থা করে। হানিফ মিয়া বর্তমানে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। অপরদিকে এই নিন্দনীয় ঘটনায় হানিফ মিয়ার স্ত্রী রিনা আক্তার কলমচৌড়া থানায় দুই জনের নামে মামলা করেন। দুজন হলেন আশিক মিয়া ও সালাউদ্দিন। এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

৬ অক্টোবর রাজ্য সফরে আসছেন উপ-রাষ্ট্রপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সফরে আসছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। তিনি ৬ অক্টোবর ত্রিপুরা সফরে আসছেন। সফরকালে তিনি ত্রিপুরায় একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন। এ-নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বার ত্রিপুরা সফরে আসছেন। ইতিপূর্বে ২০১৮ সালে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি এসেছিলেন।

প্রসঙ্গত, উপ-রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে ইতিমধ্যে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের জন্য হাহাকার, উপায় না পেয়ে পথ অবরোধ গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পানীয় জলের দাবিতে আবারো পথ অবরোধ করলেন গন্ডাছড়া এলাকার মানুষজন। সরমা বাজারে অবরোধ করার ফলে দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। পানীয় জলের দাবিতে শনিবার গন্ডাছড়া সরমা বাজারে রাস্তা অবরোধ করে এলাকাবাসী। এদিন সকাল থেকে সরমা বাজার সহ আশপাশ নারায়নপুর এবং সরমা এলাকার বাসিন্দারা গন্ডাছড়া- রইস্যাবাড়ি রাস্তার সরমা বাজারে রাস্তা অবরোধে বসেন।

রাস্তা অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গন্ডাছড়া ডিডব্লিউএস দপ্তরের আধিকারিকরা সহ গন্ডাছড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। অবরোধকারীরা জানিয়েছেন গত বেশ কিছুদিন যাবৎ এলাকার পানীয় জলের পাম্প মেশিনটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে। পাম্প মেশিনটি সাড়াই করার জন্য গ্রামবাসীরা দপ্তরের আধিকারিকদের জানানোর পরও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে গ্রামবাসীরা আজ রাস্তা অবরোধে বসেন।

অবরোধকারীরা জানিয়েছেন যতক্ষণ না পর্যন্ত পাম্প মেশিনটি সাড়াই করা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের রাস্তা অবরোধ চলতেই থাকবে। এদিকে রাস্তা অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশে অসংখ্য যানবাহন আটকে পড়ে যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারন করে। অবশেষে প্রশাসনের কর্মকর্তারা পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলেন সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলে তারা পথ অবরোধ মুক্ত করেন।

বাইসাইকেলে দেশ ভ্রমণ করলেন রাজ্যের যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সাইকেলে চড়ে সমগ্র দেশ ভ্রমণ করল রাজ্যের ছেলে। নিজের একটি সামান্য বাইসাইকেল চরে। চরে বেরিয়েছেন হিমালয়ের পাহাড়, আবার দাগ কেটেছেন বঙ্গোপসাগরের উপকূলে। বহিঃ রাজ্য থেকে বিভিন্ন বাইসাইকেল রাইডিং সংস্থা গুলি থেকে এসকল পদক্ষেপ আগে লক্ষ্য করা গেলেও রাজ্য থেকেই স্বপ্ন দেখে তাকে আবার পূরণ করে দেখানো মোটেও চারটিখানি কথা নয়। কিন্তু রাজধানীর চন্দ্রপুরের বাপি দেবনাথ তা খুব সফলতার সহিত করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে প্রাণ গেল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সাপ নিয়ে খেলা করতে গিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পরল এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দা মৃন্ময় কান্তি দাস (৩৭) শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় এক বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছিলো। পরিবারের লোকজন জানান মৃন্ময় কান্তি দাস বিষধর সাপটিকে পেন্টের পকেটে ভরে। পকেট থেকে বের করতে গেল সাপটি মৃন্ময় কান্তি দাসকে কাঁমড় দেয় বলে জানা যায়।

শান্তিরবাজার

পরিবারের লোকজন এও জানান মৃন্ময় কান্তি দাস প্রতিনিয়ত সাপ দেখলে সাপ নিয়ে খেলা করতো। সাপের কামড়ে পর রাত্রিবেলায় মৃন্ময়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন মৃন্ময় কান্তি দাসের চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ জেলা হাসপাতালে ইমারজেন্সি বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক ডঃ উমাকান্ত আচার্য্য রোগীকে সঠিকভাবে চিকিৎসা পরিষেবা দেয়নি।

যার ফলে পরিবারের লোকজন বাধ্য হয়ে মৃন্ময় কান্তি দাসকে জেলাহাসাপাতাল থেকে রেফার নিয়ে আগরতলার উদ্দ্যেশ্যে রোওনা হন। অবশেষে আগরতলা যাবার পথে মাঁঝ রাস্তায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পরলো মৃন্ময় কান্তি দাস। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ জেলা হাসাপাতালে সঠিকভাবে চিকিৎসা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে কুরুচিকর মন্তব্য তৃণমূলের দেবাংশুর বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সামাজিক মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাংশু ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় মামলা হয়েছে। বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের সম্পাদক তপন দাস আগরতলায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স থানায় দেবাংশুর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

ওই মামলায় দাস লেখেছেন, মৌলিক অধিকারের অধীন জনগণের নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু দেবাংশু ভট্টাচার্য যেভাবে ভারতের জাতীয় প্রতীক, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবমাননাকর মন্তব্যের মাধ্যমে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন, তা কঠোর পদক্ষেপের যোগ্য।

প্রসঙ্গত, আমেরিকা সফরে যাওয়ার সময় বিমানে তোলা একটি ছবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ব্যক্তিগত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তার পাশে বসে মাংস বিক্রি উচ্ছেদ করে দিল পুর নিগম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জিবি বাজার রাস্তার দু'পাশের মাংস ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। জিবি বাজারে ৭৯ টিলা এলাকায় রাস্তার দু'পাশের মাংস ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করে দিয়েছে আগরতলা পুর নিগম কর্তৃপক্ষ। তাতে জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ওইসব ব্যবসায়ীর।

তারই প্রতিবাদে স্থানীয় মাংস ব্যবসায়ীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদে সামিল হন। তারা অভিযোগ করে করোনা পরিস্থিতিতে বাজারের ভিতরে তাদেরকে ব্যবসা করতে দেওয়া হচ্ছিল না। ফলে বাজারের বাইরে রাস্তার পাশে তারা মাংস বিক্রি করে চলছিল।

আগাম কোন কিছু না জানিয়ে তাদের দোকানপাট ভেঙ্গে দিয়েছে ফলে তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হঠাৎ অসুস্থ ছাত্রীকে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। স্কুলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী।ঘটনা বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত বাইদ্যাদিগী স্কুলে। বিশালগড় বাইদ্যাদিঘী স্কুলে স্কুল চলাকালে এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার বেলা ১১.২০মিনিট নাগাদ পায়েল শীল স্কুলে গিয়ে হঠাৎ স্কুল চলাকালে অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরবর্তী সময় স্কুলের শিক্ষকরা বাড়িতে খবর পাঠায়।

বাড়ির লোকজন স্কুলে গিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ছাত্রীকে নিয়ে আসেন বিশালগড় হাসপাতালে বর্তমানে ছাত্রীর চিকিতসা চলছে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয় স্কুলের শিক্ষরা হসপিটালে না নিয়ে এসে ছাত্রী পরিবারের লোকজনকে খবর পাঠায়। বাড়ির লোকজন প্রায় ৩০মিনিট পর স্কুলে গিয়ে ছাত্রীকে নিয়ে আসে হাসপাতালে।

তা নিয়ে ক্ষুব্ধ স্কুল শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রীর বাবা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কোন ছাত্র- ছাত্রী যখন স্কুলে থাকে তখন দায়দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষের। স্কুল চলাচলে কোনো ছাত্রছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের। কিন্তু সাম্প্রতিককালে লক্ষণীয় বিষয় হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মনির্ভর রাজ্য গড়ে তুলতে টিসিএস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় কর্মক্ষেত্রে সরকারি আধিকারিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সরকার। গতানুগতিক প্রথাব উর্ধে উঠে ব্যতিক্রমী কাজের মধ্য দিয়েই সরকারি আধিকারিকগণ মানুষের মন জয় করে নিতে পারেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এ কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনকল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে আত্মনির্ভর রাজ্য হিসাবে গড়ে তুলতে টিসিএস অফিসারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সিস্টেমের অজুহাতের বদলে স্বচ্ছতার সাথে টিসিএস আধিকারিকদের জনকল্যাণে আরও বেশি করে আত্মনিয়োগ করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা এফসিআই-এর মাধ্যমে সহায়ক মূল্য ধান ক্রয়, যেখানেই সিস্টেমের নামে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, সেখানেই ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে ব্যতিক্রমী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সমাধানের স্থায়ী পথ বের করার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। এক্ষেত্রে সফলতাও এসেছে। জনকল্যাণে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে আধিকারিকদের আরও বেশি আন্তরিক হতে হবে।

তিনি বলেন, টিসিএস অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের স্বচ্ছ নিয়ম নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। বিগত দিনে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা না থাকার কারণে অনেক প্রতিভাবান কৃতিরা এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু অতি সম্প্রতি যারা, কোন ধরণের পক্ষপাতিত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাহুমুক্ত কংগ্রেস কিছুটা হলেও দিশা দেখাতে পারবে?

।। দেবাশিষ ঠাকুর।।

ডুবতে ডুবতে এরাজ্যে কংগ্রেস কিছুটা ভেসে উঠেছে বলে মনে হয়। পিযুষবাবুর বিদায় ত্রিপুরায় কংগ্রেসের রাহুমুক্তি ঘটেছে বলে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেছে। এরাজ্যে কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাস। ত্যাগ ও আত্মবলিদানের ইতিহাস। অনেক কংগ্রেস কর্মী বিরোধী দলের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী সিপিএমও কংগ্রেসের হাতে মার খেয়ে শহিদের মৃত্যু বরণ করতে দেখা গিয়েছে। কংগ্রেসের হাতে যেসব কমরেড নিহত হতেন তাদেরকে শহিদ আখ্যা দেয়া হত। সেই টেরোটরিয়াল কাউন্সিলের সময় থেকে এরাজ্যে কংগ্রেসের পতাকা পতপত করে উড়ত। সঙ্গে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি কাস্তে ধানের শীষ কমরেডদের অনুপ্রাণিত করত। সেই ইতিহাসের পাতা আজও অম্লান আছে।

ত্রিপুরার কংগ্রেসের একাধিপত্য কমিউনিস্ট পার্টিকে ভীত সন্ত্রস্ত করত। তবুও পাহাড় এলাকায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআই'র প্রভাব দলকে অক্সিজেন যোগাত। ১৯৬২ সালে চিন যুদ্ধের সময় মতাদর্শগত পার্থক্য দেখা দেওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিধাবিভক্ত হয়ে যায়। ত্রিপুরায় দশরথ দেব, নৃপেন চক্রবর্তীর মতো শক্তিশালী নেতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতেই থেকে যায়। ফলে ত্রিপুরায় সিপিএমের আধিপত্য শুরু হয়। সংঘাত শুরু হয় কংগ্রেসের সাথে। তখন অন্যকোন অবাম দলকে রাজনীতির অঙ্গনে দেখা যায়নি। ১৯৬০-১৯৬১ সালে কেন্দ্র শাসিত ত্রিপুরায় প্রথম বিধানসভা চালু হয়। মুখ্যমন্ত্রী হন শচিন্দ্রলাল সিংহ। তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষনতা এবং জনপ্রিয়তা তাঁকে রাজনৈতিক শিখড়ে পৌঁছাতে সহায়তা করে। ১৯৬২-১৯৬৭ দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বারবারই শচিন সিংহকে হোচট ক্ষেতে হয়েছে। তবুও তিনি দমবার পাত্র ছিলেন না। ১৯৭৭ সালে প্রধানমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে মনমালিন্যের জেরে শচিন সিং কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত হন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সরকার থাকা সত্বেও বিধানসভা ভেঙ্গে দেয়া হয়। এরই মধ্যে কেন্দ্রে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে জনতা পার্টি বিপুল সংখ্যাধিক্যে দিল্লীর মসনদ দখল করে। ইন্দিরা গান্ধীর ভরাডুবি হয়। কংগ্রেস আবার ইতিহাসের নতুন ধারায় চলতে থাকে।

সেই ইতিহাস বিজরিত কংগ্রেস ত্রিপুরায় দীর্ঘ শাসন করেছে। এরাজ্যে এখনও কংগ্রেসের নাম আনাচে কানাচে শোনা যায়। দল দূর্বল হলেও, অস্তিত্বহীন হলেও কংগ্রেসের প্রতি পুরনো এবং নতুন মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ মানুষ এগিয়ে যায়। সেই ঐতিহ্যশালী কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি পদে যারা ব্রিত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আছেন উমেশ সিংহ, মনমোহন দেববর্মা, নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুধীর রঞ্জন মজুমদার, সমীর বর্মন, বীরজিৎ সিনহা ও সুদীপ রায় বর্মন।

কংগ্রেসে ভাঙ্গাগড়া চললেও এরাজ্যে কংগ্রেস মুছে যায়নি। রক্তচোষা আইনজীবী কংগ্রেসকে ডুবিয়েছে। যারা টাকা ছাড়া কিছুই বুঝেনা তারাই কংগ্রেসের হাল ধরতে চেয়েছে। পিযুষ বিশ্বাস আইন ব্যবসার সাথেই জড়িত। সাধারণ মানুষের সাথে তার কোন যোগাযোগ নেই। তার প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, সভাপতি হয়েই তিনি তার ছেলের জন্য যুব কংগ্রেসের পদটি বাগিয়ে নেন। এইভাবে কংগ্রেসকে বিধ্বস্ত করে তিনি সরে যান। ব্যাটন তুলে নেন পুড় খাওয়া রাজনীতিবিদ বীরজিৎ সিহনা। বীরজিৎ সিনহা কয়েকবারই এই পদ সামলেছেন। তার দূরদৃষ্টি কংগ্রেসকে অনেকটাই অক্সিজেন দিতে পারবে। তবে রাজ্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩৩৩ ▫ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ▫ ১০ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

অধিকার সুরক্ষিত করিতে হইবে

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিরোধী দল শক্তিশালী হইলেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হইবে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়এটাই প্রত্যাশা। বিরোধীদলের শক্তিকে পদদলিত করিবার যে কোনো প্রয়াস গণতন্ত্রের উপর চরম আঘাত হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহা সংসদ এবং বিধানসভা সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিরোধীদলের বাকস্বাধীনতা যাহাতে হরণ করিতে না পারে সেজন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে ।কেননা জনগণের কণ্ঠস্বর হইল বিরোধীরা। বিরোধী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হইয়া গেলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্তব্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া করিতে বাধ্য ।স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারত বর্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরও দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সবচেয়ে অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বিরোধের কারণে দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নানা সময়ে প্রশ্নচিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষ। মানুষের কল্যাণ। কোন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে, তাহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। মতের বিভিন্নতা হেতু কোনও দেশ গণতন্ত্রে আস্থা

রাখিয়াছে, কোনও দেশ গ্রহণ করিয়াছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা কমিউনিজম। রাজতন্ত্রও বহাল রহিয়াছে কিছু দেশে। তবে বেশিরভাগ রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক মাত্র, মানুষের দাবি মানিয়া সেসব দেশ আগেই উত্তীর্ণ হইয়াছে গণতন্ত্রে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমনই হোক, সব দেশ পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সংবিধান অনুসারে। সংবিধান অনুসারে ভারত হইল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র যাহার অলঙ্কার। রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছে এদেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রদানের। রাষ্ট্র মানিয়া নিয়াছে সব নাগরিকের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা। নাগরিকদের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি করিবারও অঙ্গীকার রহিয়াছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে সৌভ্রাতৃত্বের উপর। প্রস্তাবনায় পরিষ্কার করা হইয়াছে সৌভ্রাত্ব এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে তাহাতে একদিকে যেমন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে অন্যদিকে সুনিশ্চয় হইবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। সংবিধান নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভারত গ্রহণ করিয়াছে সংসদীয় গণতন্ত্রকে। আমাদের দেশ শুধু আয়তনে বিশাল নয়, আঞ্চলিক বৈচিত্রেও অনন্য। আঞ্চলিক বিচিত্রতার সঙ্গে সংগত করিয়াছে বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। এই বৈচিত্রেরই ফসল বহু রাজনৈতিক দল। ভারতের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াও দলগুলি নিজ নিজ আদর্শে লালিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এমন নিদর্শন বিরল। এইভাবেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে উজ্জ্বল। গণতন্ত্র হইল একটি সংস্কৃতির নাম। নিরন্তর অনুশীলনের ভিতর দিয়া গণতন্ত্র সাবালক ও সাফল্যের পথে এগোয়। এই উপলব্ধির ভিতরেই রহিয়াছে আর-একটি সত্যভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা অনেক, রহিয়াছে অনেক ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি। নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের স্বাদ আরও বেশি পরিমাণে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সুযোগ রহিয়ছে। তাহার জন্যে প্রয়োজন ইতিবাচক সংস্কার। অধিক গণতন্ত্রের পথে ওই কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের হাতিয়ার হইল মুক্ত মন। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য রাজনীতি না করিয়া জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান তাহা দেশের কল্যাণে অহিতকর। রাজনীতির নামে ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। দেশের গণতন্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে আরো সাবলীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা দেশের জনগণ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই ভোটাধিকার পরিবার মধ্য দিয়া দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে প্রত্যেক জনগণের প্রত্যাশা থাকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাহারা কাজ করিবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল পরিবার চেষ্টা চালাইতেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।

গুয়াহাটিতে গলা চেপে খুন শিশুপুত্র, পত্নীকে ছুরিকাহত করে আত্মঘাতী স্বামী

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে পত্নীর গলা কেটে এবং শিশুপুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে নিজে গলায় ফাঁস জড়িতে আত্মহত্যা করেছেন জনৈক ভবেশ শর্মা। গুয়াহাটির সাতগাঁও থানার সম্মুখবর্তী ১৯ নম্বর বাসগৃহে লোমহর্ষক এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আজ শনিবার ভোরে। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, সাতগাঁও রেললাইন সংলগ্ন নুর হোমিও ফার্মাসির স্বত্বাধিকারী ভবেশ শর্মা (৪৮) আজ ভোরে তাঁর বাসগৃহে পত্নী হিমাদ্রী শর্মা (৩৫)-র গলায় ছুরি বসিয়ে খুন করার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া ছয় বছরের শিশুপুত্র পরাগ শর্মার গলা চেপে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে নিজে ঘরের সিলিং ফ্যানে দড়ি দিয়ে ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন ভবেশ। আজ সকালে বাসগৃহের মালিক ঘরের জানালা দিয়ে ভাড়াটে ভবেশ শর্মাকে গলায় ফাঁস জড়িয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলছেন দেখে মানুষ ডেকে জড়ো করেন। জমায়েত প্রতিবেশীরা তার ঘরে পত্নী হিমাদ্রী শর্মা এবং ছেলে পরাগ শর্মার নিথর দেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে দেখে খবর দেন সামনে অবস্থিত থানায়। খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশের দল। তাঁরা পত্নি হিমাদ্রী এবং পুত্র পরাগকে উদ্ধার করে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তাররা ছয় বছরের পুত্র পরাগ শর্মাকে মৃত বলে ঘোষণা করে পত্নী হিমাদ্রী শর্মা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন বলে জানান। হিমাদ্রীর চিকিৎসা চলছে। তবে তাঁর অবস্থা সংকটজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে। এদিকে পুলিশ ঘটনাস্থল ভবেশ শর্মার ঘর থেকে একটি রক্তমাখা ছুরি উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যে সাতগাঁও পুলিশ সমগ্র ঘটনা সম্পর্কে এক মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানানো হয়েছে। বাড়ির মালিক এবং অন্যান্য সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, সম্ভবত আর্থিক অনটনের জন্য পত্নী ও ছেলেকে খুন করে নিজেও জীবন শেষ করে দিয়েছিলেন ভবেশ শর্মা।

ইউপিএসসি পরীক্ষায় হাইলাকান্দির মুখ উজ্জ্বল করেছেন হাসানুজ-জামান

হাইলাকান্দি (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ইউপিএসসি পরীক্ষায় এবার মুখ উজ্জ্বল করেছেন অসম-সন্তান। অসমের কৃতী সন্তান তথা হাইলাকান্দির সুসন্তান আহমেদ হাসানুজ-জামান চৌধুরী এবার কেন্দ্রীয় লোক সেবা আয়োগের (ইউপিএসসি) পরীক্ষায় ২৮৩ নম্বর স্থান পেয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করছেন। হাইলাকান্দি জেলা সদরের উপকণ্ঠ লক্ষ্মীরবন্দের আদি বাসিন্দা অসম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের (এজিসিএল) অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক (সিইও) জাকির হোসেন চৌধুরীর পুত্র আহমেদ হাসানুজ-জামান চৌধুরী এবার ইউপিএসসি পরীক্ষায় ২৮৩ স্থান পেয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন হাসানুজ-জামান। বড় হয়ে আইএএস হবেন, এটাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। মূলত হাইলাকান্দির আদি বাসিন্দা হলেও হাসানুজ-জামানের বাবা জাকির হোসেন চৌধুরী চাকরি সূত্রে ছিলেন শিলচর সহ অন্যান্য স্থানে। বর্তমানে শিলচর সোনাই রোডে রয়েছে তাঁর বাড়ি। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হাসানুজ-জামান চৌধুরী শিলচর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়। পরে তিনি গুয়াহাটির ন্যাশনাল পাবলিক স্কুল থেকে ২০১২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়ে চলে যান দিল্লি। সেখানে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হন। ইউপিএসসি পরীক্ষায় এ নিয়ে তিনি তিনবার বসেছিলেন। তবে এবার ২৮৩ রেঙ্ক পেতে সক্ষম হয়েছেন। আহমেদ হাসানুজ-জামান চৌধুরীর এই সাফল্যে হাইলাকান্দি সহ গোটা বরাক উপত্যকায় খুশির জোয়ার বইছে।

প্রসঙ্গ: 'বিদ্যাসাগর' উপাধির উৎস সন্ধান

সুকুমার মিশ্র ও নন্দগোপাল পাত্র

বাঙালির মনন-চিন্তন ও নিদিধ্যাসন কর্মাদির অবিসংবাদিত পুরোধা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চরিত্রপূজা' গ্রন্থে যে তিন মহাত্মার সশ্রদ্ধ স্মৃতিচারণ করেছেন, ক্রমানুসারে সেই তালিকার প্রথম হলেন পূণ্যশ্লোক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অপর দু'জন হলেন ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায় ও মহির্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। উক্ত গ্রন্থের প্রস্তাবনায় কবিগুরুর তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত, 'আমাদের দেশে আমরা বলিয়া থাকি, মহাত্মাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। তাহা কৃতজ্ঞতার ঋণ শুধিবার জন্য নহে—ভক্তিভাজনকে দিবসারম্ভে যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে স্মরণ করে তাহার মঙ্গল হয়—মহাপুরুষদের তাহাতে উৎসাহ বৃদ্ধি হয় না, যে ভক্তি করে তাহার ভালো হয়। যাঁহাদের নাম স্মরণ আমাদের সমস্ত দিনের বিচিত্র মঙ্গল চেষ্টার উপযুক্ত উপক্রমণিকা বলিয়া গণ্য হইতে পারে তাঁহারই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয়। তাই জন্মের দ্বিশতবর্ষের পরও বিদ্যাসাগর কেবল প্রাতঃস্মরণীয় নন, সর্বদা স্মরণীয়, চিরস্মরণীয়।

রাজা রামোহন রায় নিঃসন্দেহে এই উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক মানুষ। রামমোহনের ৪৮ বছর পরে, ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে এই বাংলায় ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ জন্ম নেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার। অবশ্য তাঁর নিজের কথায়, 'শকাব্দ ১৭৪২,১২ আশ্বিন, মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহের সময়, বীরসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমি জনক জননীর প্রথম সন্তান। যেন যুগের প্রয়োজনেই আর এক যুগপুরুষের আসা। অন্ধকারে নিমজ্জিত জাতিকে রামমোহন একা মশাল হাতে যে পথ দেখালেন, সেই পথে জাতিকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুরুভার নীরবে কাঁধে নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র।

বীরসিংহের কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পাঠ সমাপ্ত করে উচ্চশিক্ষার জন্য শৈশবেই বাবার হাত ধরে কলকাতায় আসেন। ১ জুন ১৮২৯ যখন তিনি সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ন'বছর । এই কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য অলংকারণ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, স্মৃতি এবং ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ নিয়েছেন ১২ বছর ৫ গ্রাম। ৪ ডিসেম্বর ১৮৪১-এ কলেজের পাঠ শেষ করার পর ঈশ্বরচন্দ্রকে দু'টি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছিল। প্রথমটি কলেজ কতর্ঋপক্ষের ইংরেজি বয়ানে প্রতিষ্ঠানিক শংসাপত্র। দ্বিতীয়টি ছিল সংস্কৃত কলেজের সাত জন গুণমুগ্ধ অধ্যাপক মহাশয়ের দেয়া দেবনাগরী বয়ানে স্বেচ্ছা-শংসাপত্র, যাতে লেখা ছিল, 'অস্মাভিঃ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শংসাপত্রং দীয়তে। অসৌ কলিকাতায়াং শ্রীযুক্ত কোম্পানি সংস্থাপিতবিদ্যামন্দিরে ১১ দ্বদশ বৎসরান ৫ পঞ্চ মাসাংশেচাপন্থায়াধোলিখিত শাস্ত্রাণ্যধীতবান। এ থেকে মনে হতে পারে এতগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করার সুবাদেই তাঁকে বিদ্যাসাগর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা ঠিক নয়। বিদ্যাসাগর উপাধির উপর অনুসন্ধানে গবেষক শ্রী গোপিকামোহন ভট্টাচার্যের কলিকাতা সমস্কৃত কলেজের ইতিহাস গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে জানা যাচ্ছে, তখন সংস্কৃত কলেজ থেকে ছাত্রগণ বিভিন্ন বিষয়ে যে সমূহ উপাধি লাভ করতেন, সেগুলি হল (ক) সাধারণ সাহিত্যঃ বিদ্যারত্ম, বিদ্যালঙ্কার, বিদ্যাসাগর, বিদ্যাবিনোদ, বিদ্যানিধি ইত্যাদি (খ) হিন্দু দর্শন ন্যায়রত্ম, ন্যায়ালঙ্কার, তর্করত্ন, তর্কালঙ্কার ইত্যাদি (গ) স্মৃতিশাস্ত্রঃ স্মৃতিরত্ন, স্মৃতিচুড়ামড়ি, স্মৃতিভূষণ, স্মৃতিকণ্ঠ ইত্যাদি (ঘ) বেদঃ দেবরত্ন, বেদকণ্ঠ ইত্যাদি। কৃতী ছাত্রগণ ইচ্ছামতো উপাধি বেছে নিতনে। ১৮২৯ থেকে সংস্কৃত কলেজে এই ধরনের উপাধি দেওয়ার রীতি চালু হয়। অন্য দিকে বিনয় ঘোষ তাঁর বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ গ্রন্থ লিখেছেন, ১৮৩৯ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দু কমিটির পরীক্ষা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তাঁকে যে শংসাপত্র দেওয়া হয় তাতে লেখা আছে IssurChanclra Vidyasagar was found and declared to be Qualified by his eminent knowledge of the Hindu Law to hold the Office of Hindoo Law Officer in any of the established courts of judieatre এইতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী তাঁর সকল তথ্যের ভিত্তিতে এমন ধারণা কার অসঙ্গত হবে না যে, ১৮৪১-এ সংস্কৃত কলেক - পর্ব শেষ হওয়ার আগে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শ্রেণির কৃতী ছাত্র হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাদি অর্জন করেছিলেন। এবং এই উপাধি তাঁর স্বনির্বাচিত। প্রসঙ্গত, ফেব্রুয়ারি ১৮৩৩ থেকে জানুয়ারি ১৮৩৫ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যশ্রেণিতে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের কাছে অধ্যায়ন করেন। যদিও সমসময়ের রীতি অনুযায়ী একাধিক অপর কৃতী ছাত্র সংস্কৃত কলেজে থেকে এই উপাধি অর্জন করেছিলেন। যেমন তারানাথ তর্কবাচস্পতির পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর, রংপুরের নীলকমল বিদ্যাসাগর, যশোরের রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর, সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক প্রাণকৃ,ণ বিদখ্যাসাগর, শিবনাথ শাস্ত্রীর বাবা হরানন্দ বিদখ্যাসাগর, কাব্য ব্যাকরণ ন্যায় বেদান্ততীর্থ হরিহর বিদ্যাসাগর, কাব্য ব্যাকরণ পুরাণতীর্থ শশিশেখর বিদ্যাসাগর প্রমুখ। সুদীর্ঘ কাল ধরে কবিগুরুর বিদ্যাসাগর সম্পর্কে মুগ্ধতা লুকিয়েছিল মনের গহনে। ব্যিদাসাগরের ছায়া কতটা দীর্ঘ ছিল রবীন্দ্রনাথের উপরে তা বোঝা যায় যখন রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিদ্যাসাগর যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমতো হিন্দু ছিলেন তাহাও নগে---তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশি বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্মে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে। জীবনের অন্তিম সময়ে এসে চূড়ান্ত এবং স্পষ্ট করে বিদ্যাসাগরের কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৯, ৭৮ বছর বয়সে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের দ্বারোদঘাটন করতে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে বললেন, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদঘাটন করেছেন বিদ্যাসাগর। ১৯৩৯-এর মে মাসে কালিম্পংয়ে বিদ্যাসাগর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি রবীন্দ্রনাথের হাতে আসে। খুশি হয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন মেদিনীপুরের তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জনকে, 'বিদ্যাসাগরের বেদীমূলে নিবেদন করার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা।' হয়তো ব্যক্তি-বিদ্যাসাগর খুব একটা রম্য অনুভূতি গড়ে তুলতে পারেননি বালক রবীন্দ্রনাথের মনে। হতে পারে, বিদ্যাসাগরের এক জাতীয় গম্ভীর শিক্ষক-মূর্তি আগে থেকেই বাসা বেঁধেছিল বালক রবীন্দ্রনাথের মনে, যা স্কুল পালানো ছেলের কাছে প্রিয় হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু মানুষ বিদ্যাসাগর নন, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, বেতাল পঞ্চবিংশত, বোধোদয়—এইসব বইয়ের মধ্য দিয়ে যে বিদ্যাসাগরকে সেই বালককালে পাশে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, তাঁর অনুরণম ছিল আজীবন। যা চরিত্রপূজায় তিনি লিখেছেন, প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশমাত্র। প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতেরর মতো আর মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির। প্রতিভা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ, আর, মনুষ্যত্ব জীবনের সকল মুহূর্তেই সকল কার্যেই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে। প্রতিভা অনেক সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় আপনার আংশিকতাবশতই লোকচক্ষে তীব্রতররূপে আঘাত করে এবং রিত্রমহত্ত্ব আপনার বাপকগুণেই প্রতিভা অপেক্ষান্নানতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু চরিত্রের শ্রেষ্ঠতাই যে যথার্থ শ্রেষ্ঠতা, ভাবিয়া দেখিলে সে বিষয়ে কাহারও সংশায় থাকিতে পারে না।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

বিদ্যাসাগরের অনন্যতাকে ছোঁয়ার আন্তরিক প্রয়াস

অনুপম কাঞ্জিলাল

তাঁর জন্মের পর দুশো বছরের বেশি সময় পার হয়ে গেছে, তরু এখনও তিনি থেকে গেছেন বাঙালির চর্চায— এখনও তাঁকে সামনে রেখে খুলে যায় নানামুখী বিতর্কের উৎসমুখ। আর এভাবেই তিনি বার বার ফিরে আসেন বাংলা ও বাঙালির চেতনায় মননে, তার অননা কর্মযজে ভর করে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮৩০ ১৮৯১)। খাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, এদেশে এজন যথাথ সহযোগীর অভাব তিনি আজীবন নির্বাসনেই কাটিয়ে গেলেন। তবু একাকী বিদ্যাসাগর যে কর্মবন্ত শুরু করেছিলেন ততে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বিপুল আলোড়ন পড়েছিল, বিদ্যাসাগরের জন্মের দুশোবছর পার করে এসেও তার অভিঘাতকে উপেক্ষা করতে পারে না বাঙালি। এখানেই তার লানাদিক তুলে ধরা হয়েছে। জন্মর দুশো বছর পার করেও বাংলা ও বাঙালির জ্রীবনে যেন বিদ্যাসাগরের প্রভাব এখনও অমোঘ তা নিয় যক্তিনিষ্ঠ ও তথানিষ্ঠ আলোচনা করেছেন নানা দল।

আলোচনার অভিমুখটি অবশা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সম্পাদক স্বয়ং প্রাকৃকথন অংশে, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে সদ্য প্রয়াত শঙ্খ ঘোষের বক্তব্য তুলে ধরেত্তত খানে শঙ্খবাবু জানিয়েছেন, খুব বড় ধরনের কোন কাজ, যেটার অনেক বড় স্বপ্ন থাকে, সেটা একাই এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। বিদ্যাসাগরের সেই একক কর্মঘজ্ঞের বিস্তারিত খতিয়ান ধরা পড়েছে আলোচ্য গ্রন্থের সঙ্কলিত ৯টি প্রবন্ধেই। বিষয়বনুতে ব্যবধান, রেখেও সবকটি প্রবন্ধ শেব পর্যন্ত এক সূত্রে বাধা পড়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি অননাতাকে চিনিয়ে দেয়।

বিদ্যাসাগরকে বাংলা শিক্ষা ভাবনার অনাতম পথিকৃৎ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, সেই সূত্র তাঁর শিক্ষা ভাবনার অবয়বটি ধরার চেষ্টা করেছেন এই গ্রন্থের একাধিক প্রাবদ্ধিক। যেমন ভুজঙ্গভূষণ ভাট্টাচার্য তাঁর বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা নামক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর যেভাবে শিক্ষাকে সমাজের তৃণমূল স্তরে নিয়ে যাবার আগ্রহে সংস্কৃত ভাষার সংস্কার সাধন করে তাকে সরল করে তুলেছিলেন তার তথানিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন। ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য দর্থহীন ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছেন, শিক্ষায় সামগ্রিক সংস্কার সাধানের মাধামে বিদসাগরই বাঙালিকে শিক্ষার অপরিহার্ধতা, বিষয়ে ভাবতে বাধ্য করেছিলেন।

শিক্ষার সামগ্রিক প্রসারে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ ও আগ্রহ বোঝাতে নারীশিগার ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের অবদানকে

আলোচনায় নিয়ে এসেছেন এহ প্রবন্ধের লেখক বিদ্যাসাগরের গত্যরীতিকে একেবারে অভিনব ভঙ্গিতে ব্যাখা করার প্রয়াস করেছেন প্রবাল দাশগুপ্ত। তার বিদ্যাসাগরের সংকতেন জ্যামিতির কিছু চার্বি শিরোনামাঙ্কিত প্রবন্ধ, একেবারে ভাষাতত্ত্বের গণরীতিকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন প্রবাল দাশগুপ্ত। জ্যামিতিক সারণী প্রয়োদ করে গদ্যরীতির ৯ রকম মুায়ন অবশ্যই অভিনববেত্বর দাবি রাকে। পর্যায়ক্রমিক সদরীতিতে বিদ্যাসাগরের কীরস পরিবতন ও পরিমার্জন এনেছিলেন তা বোঝাতে এই প্রবন্ধটি নিঃসহন্দেহে বিশেষ অবদান রাখবে বলেই বিশ্বাস রাখা যায়। শিশির কুমার সিংহ তাঁর বাংলা ভাষা শিক্ষি ও বাংলা দগারীতির নব রূপায়ণে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরের দদ্যরীতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রসঙ্গেক্রমে শিশির কুমার সিংহ বিগ্যাসাগর যেহেতু বাংলা ভাষা ও শব্দকে শিক্ষার্থীদের কলছে কীভাবে গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলা যায়, তার নিরস্তর প্রয়াসের উপরেও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। এই প্রাবিন্ধকের মতে বিদ্যাসারর সামগ্রিক ভাবনায় একজন শিক্ষা চিন্তান ছিলেন, ফলে শিক্ষা দেশের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচা করেই বিদ্যাসাগর বার বার ভাষার সংস্কারের দিকে এগিয়ে গেছেন। প্রাবন্ধিকের এই সিদ্ধান্ত বিদ্যাসাগরের ভাবনার তাৎপর্যপূর্ণ দিক নির্দেশ অবশ্যই। এই গ্রন্থের আর একটি প্রবন্ধ আলাদা করে উল্লেখের দাবি রাখে, সেটা পবিত্র কুমার সরকারের রামচন্দ্রকে বিদ্যাসাগরই প্রথম অবতারত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন নামের প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ লেখক জানাচ্ছেন, সীতার বনবাসই প্রথম এদেশে রামচন্দ্রেকে অবতারত্ব থেকে মুক্ত করে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে চিনিয়ে দিয়েচিল। লেখকরে মতে, পূরাণ কাহিনী ভিত্তিক একটি উচ্চমানের উপন্যাসের নাম সীতার বনবাস। যেখানে বিদ্যাসাগর চোখে আঙুল দিয়ে দিখিয়ে দেন, রামচন্দ্র যতই প্রজারঞ্জক মহান শাসক হোন না কেন তিনি ছিলেন এক দ্যোদুল্যমান ব্যক্তি যিনি ভাল সাজান জন্য নিজের অসহায় ও অন্তঃসত্ত্বা সহধমিনীকে চরম অবমানন্য ও অনিশ্চত ভবিবাতের দিকে ঠেলেদিয়েছিলেন পবিত্র কুমার সরকার এই প্রবন্ধে সীতার বনবাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে, বিদ্যাসাগরের গদালেখক সততাকে এক শ্রেণির বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বরাবরই উপেক্ষা করে এসেছেন, তাইতারা সীতার বনবাস''এ যেভাবে এই পৌরাণিক মহাকাবোর নার চরিত্রকে একেবারে বাঙালির ঘরের মেয়ে করে দেওয়ার সৌন্দর্যকে নুধাবনই করার চেষ্ট! করেননি, এমনকি এই চেষ্টাও করেননি বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যে রামচন্দ্রকে অবতারত্ব থেকে নামিয়ে এনে পুরুববাদী বাবস্থার মুখ হিসেবে চিহিত করার মধ্যে আসলে বোধের জগতে যে বৈপ্লবিক আনার। পবিত্র কুমার সরকার তার প্রবন্ধে দাবি করেছেন, সীতার বনবাস'' প্রকাশিত হয় ১৯৬০। সেদিক দিয়ে রামচন্দ্রের অবতারহের অপসারণে মাইকেল মধুসুদন দত্তের আগে বিদ্যাসাগরের নমহ আসা উচিত, যদিও পবিত্রবাবু, মেনে, মাইকেল রামচন্দ্র যে রকম কঠোর সমালোচনা করেছেন, বিদ্যাসাগর তা করেন নি। তিনি অনেক নমনিয়তার সঙ্গেই রামচন্দ্রকে অবতার থেকে মানুষ হিসেবে চেলাতে চেয়েছেন। আজকের সময় যখন কোটা দেশজুড়ে সংকীর্ণ রাজনীতর স্বার্থে পৌরাণিক মোহাচ্ছন্নতা তৈরির প্রয়াস চলেছে তখন এই প্রবন্ধটির বন্তবা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে বোধ হওয়হি স্বাভাবিক। বিদ্যাসাগরের ভাবনা ও চিন্তউ শুধুমাত্র বাংলার মধোই সীমাবদ্ধ ছিলা কিঃ বিদ্যাসাগরের মত চিন্তক ও কর্মোন্মোগী মানুষের প্রয়াস ও প্রাচেষ্টা যে ক্রমেই বিস্তার লাভ করবে, সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সেই স্বাভাবিকতার চিত্র পাওয়া যায় রামবহাল তেওযারীর বিদ্যাসাগর ও ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র'' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সমাজ ও মানরজাতির সমৃদ্ধি সাধনের ভাবনা কীভাবে বাংলার পাশের হিন্দিভাষী অঞ্চল এবং সেখানকার মানুষের জীবনযাপনকে প্রবাবিত করেছিল তারই সবিতার ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন রামবহাল তৈওয়ারি তীর প্রবন্ধে ভারতেন্দ হরিশ্চন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, হিন্দিভাষী অঞ্চলে বিধবাবিবাহ ও নারী শিক্ষার প্রয়োজন যে কতটা, তা বিদ্যাসাগর থেকেই ইরিশ্চনর অনুধাবনে এনেছিলেন বলে, রামবহাল তেওয়ারীর বিদ্যাসাগরকে একেবারে ভিন্ন ভাবে দেখার প্রয়াস ধরা পড়ে এই প্রবন্ধে। প্রাণতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের কর্মযজ্ঞের আলোচিত ও উপেক্ষিত বিষয়গুলির উপরে আলো। ফেলার প্রয়াস করেছেন তার "বিদ্যাসাগর পরিচয়" নামাক্ষিত, প্রদ্ধ। বিদ্যাসাগর যে জনস্বাস্থের বিবয় নিরেও ভাবতেন, তিনি বে সাধারণ মানুষের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে একেবারে স্থাস্থা শিবির করে মানু পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তার উল্লেখ মেলে প্রাণতোষ বন্দোপাধায়েরত্তপ্রবন্ধে। বিদ্যাসাগরের জীবন ভাবলার বাতিক্রমী রেশ কিছুঘটনা ও বিষধর ভুলে ধরে লেখক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিদ্যাসাগর শুধু একজন চিন্তাবিদই নন তিনি আসলে মানব কল্যাণে ব্রতী এই বিশিষ্ট বানতিত্ব।

বিদ্যাসাগর কি প্রচলিত ধর্মে আস্থাশীল ছিলেনষ সেই সময়কার যা আর্থসামাক্তিক কাঠামো তাতে প্রচলিত পৌওলিকতার আস্থাশীল কোন বাক্তির কাছে কি আদ স্মভব হত, সমাজসংস্কার মূলক কোন কর্মকাণ্ড ব্রতী হওয়া? সংস্কার মু প্রগতিশীল মমন না হলে কি পারা যায় গ্রচলিত সামাজিক ধারাকে ধাক্কা দিতে? শব্দর রথ, (আমি মানব একাকী ভ্রমি) নির্মল কুমার নাগ ইশ্বর বিজ্ঞানী ও ঈশ্বরচন্দ্র দৃষ্টিতে) এবং এই গ্রটের সম্পাদক নিত্যানন্দ ঘোষ (বিদ্যাসাগর দ্বিশতবর্ষেও সমান দেদীপামান) তাদের প্রবন্ধে তারই উত্তর দেওয়ার প্রয়াস করেছেল। এই, প্রবন্ধুলির মধো বিজ্ঞান চেতনা, সমাজ সংস্কারক উদ্যোগ নিয়ে বিস্তৃত পরিসর উদ্ঘাটনের প্রয়াস ধরা পড়ে। এই প্রবন্ধগুলির নিরিখেই পরিষ্কার হয়ে যায় বিদ্যাসাগর যথার্থ ভাবেই তার সময় থেকে অনেকটাই এগিয়ে থাকা ব্যক্তিত্ব ছ্বিলন। সময় থেকে এগিয়ে ছিলেন বলেই, বিদ্যাসাগর তার ''সমান দেদীপামান''।

আলোস গ্রহটিতে বিদ্যাসাগরের অননাতাকে ছুঁয়ে দেখার আস্থরিকতা নিয়ে কোন সন্দেহ ও সংশয় না রেখেও কিছু প্রসঙ্গের উত্থাপন জরুরি বলে মনে হচ্ছে, গেটা দেশ ভড়ে ইংরেজ সরকার বিরোধী রাজনৈতিক অবস্থান সরাসরি বিদ্যানাগর কখনো নেন নি, তা নিয়ে বিদ্যাসাগরের বিরদ্ধে তীর্যক মন্ত্রব অনেকেই করেছেন, কিন্তু তার প্রেক্ষারট তথানিষ্ঠ ও ঘুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বাখ্যা করার দায়িত্ব কারোর নেওয়া উচিত, উগ্র সমালোচনা যেমন কামা নয়, তেমনি নির্মোহ বিশ্লেষণকে এড়িয়ে গেলে সত্যের প্রতি সুবিচার করা হয় না। আলোচ্য গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগরের অনন্য কর্মযজ্ঞের প্রতি যতটা আগ্রহ দেখানো হয়েখে, ততটা হয়নি বিদ্যাসাগরের সেইসব বঅবস্থানের গভীরে প্রবেশর প্রয়াস, যা তাঁকে বিতকের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বাংলার নবজাগরণ সব অংশের মানুষকে ভরাড়িত ও প্রাণীত করেছিল কিনা তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন আছে বিদ্যাসাগরের জীবনবোধ নিয়ে আলোচনা করার প্রেভিতে সেই প্রশ্নের গভীরে ঢোকার সিদ্ধান্ত, প্রত্যয় কেউ করল, ভাতে বিদ্যাসাগরের অননাতা খাটো হত বলে তো মনে হয় না। তবে সার্বিকবিচারে গ্রস্থখানি বিদ্যাসাগর বিষয় আগ্রহী পাঠকদের চাহিদা অনেকাংশেই পূরণ করবে বলে মনে হয়। গ্রন্থের শেষ অংশে বিদ্যাসাগরের রচনাগঞ্জির বিস্তারিত উল্লেখ এবং বিদ্যাসাগরের জীবনপঞ্জির উপস্থিতি বাড়তি প্রাপ্য বলেই মনে করাযায়। সুন্দর প্রচ্ছদ ও ছাপা বইটির উৎকর্ষের সহায়ক হয়েছে। বইটি বহুল প্রচার পাক এবং এই ব্যাখ্যার পথ খুলে যাক, এটাই প্রার্থনা। (সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায় সহ অন্যান্যরা ফিট ইন্ডিয়া র‍্যালি অনুষ্ঠান। ছবি ঃ নিজস্ব

রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সদ্যই রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব পাওয়া বালুরঘাটের সংসদ সুকান্ত মজুমদারকে এবার জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিল কেন্দ্র। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকবেন মোট ৩৫ জন নিরাপত্তারক্ষী।

রাজ্য বিজেপির সভাপতির দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন সুকান্ত মজুমদার। ভবানীপুরের প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালের হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন। বিভিন্ন জায়গায় বাধার মুখেও পড়ছে। সম্প্রতি দু'বার পুলিশি বাধার মুখে পড়তে হয়েছে সুকান্তবাবুকে। কার্যত ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। হাতাহাতিতেও জড়িয়েছিলেন তাঁরা। সেই কারণেই এবার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতিকে জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

জানা গিয়েছে, আজ শনিবার থেকেই নিরাপত্তা পাচ্ছেন তিনি। তবে এখনও নিরাপত্তার দায়িত্ব থাকা সমস্ত জওয়ানরা পৌঁছননি। আগামীকালের মধ্যে পুরো টিম পৌঁছে যাবে বলেই আশা করা হচ্ছে। মোট ৩৫ জন থাকবেন সুকান্ত মজুমদারের নিরাপত্তার দায়িত্বে। তবে এক একসময়ে থাকবেন ১৫ জন করে। নিয়ম অনুযায়ী, সাংসদ হিসেবে আগে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির সুরক্ষা পেতেন সুকান্ত। নতুন দায়িত্বের পাশাপাশি বাড়ল নিরাপত্তাও।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল নভেম্বরে। ফলত ওই পদে নতুন কে আসবেন তা নিয়ে জল্পনা চলছিলই। এই সবের মধ্যে ১৪ সেপ্টেম্বর বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদে নতুন নাম ঘোষণা করে বিজেপি। জানা যায়, সুকান্ত মজুমদার হচ্ছেন বিজেপির সভাপতি। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদবিদ্যায় পিএইচডি করছেন তিনি। উত্তরবঙ্গের সাংসদকে দলের সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনাকে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

পরীক্ষা আর দেওয়া হল না, জয়পুরে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৬ জন পরীক্ষার্থীর

জয়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানের জয়পুরে ট্রাক ও যাত্রীবাহী ভ্যানের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫ জন। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে জয়পুর জেলার চাকসুর কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর। হতাহতরা সকলেই পরীক্ষার্থী, রাজস্থান এলিজিবিলিটি এগজামিনেশন ফর টিচার (আরইইটি) পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। মৃতদের বাড়ি রাজস্থানের বরণ জেলায়, আরইইটি পরীক্ষার জন্য সিকার জেলায় যাচ্ছিলেন তাঁরা।

পুলিশ সূত্রের খবর, শনিবার জয়পুর জেলার চাকসুর কাছে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষ হয়। ওই ভ্যানে মোট ১১ জন পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫ জন আহত হয়েছেন। পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে যাচ্ছিলেন তাঁরা। আহতদের মধ্যে দু''জন মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে ভর্তি, একজনকে ভর্তি করা হয়েছে জয়পুরের হাসপাতালে ও দু''জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই দুর্ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করা হয়েছে, আহতদের দেওয়া হবে ৫০ হাজার টাকা। উদ্বেগ প্রকাশ করে গেহলট জানিয়েছেন, 'পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করুন। কোনও পরীক্ষাই জীবনের থেকে বড় নয়।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

রাষ্ট্রসংঘে তালিবানের হয়ে সওয়াল ইমরানের

জেনিভা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাষ্ট্রসংঘে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রয়াস পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের।শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় তালিবানের হয়েই গলা ফাটাতে দেখা গেল পাক প্রধানমন্ত্রীকে। তিনি আরজি জানালেন আফগানিস্তানের বর্তমান সরকারকে শক্তিশালী ও স্থিতিশীল করে তোলার। শনিবার ইমরানকে বলতে শোনা যায়, "আমরা যদি আজ আফগানিস্তানকে অবহেলা করি তাহলে আগামী বছরের মধ্যে সেদেশের ৯০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে চলে যাবেন। ফলে অচিরেই গভীর মানবিক সংকট তৈরি হতে চলেছে। যার প্রভাব কেবল আফগানিস্তানের প্রতিবেশী দেশগুলির উপরেই নয়, সর্বত্রই পড়বে।" সেই সঙ্গে ইমরান আরও বলেন, এই অস্থিরতা বজায় থাকলে ফের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের 'স্বর্গ' হয়ে উঠবে। যদিও তালিবানের রাজত্বেই যে আফগানিস্তান জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান পাক প্রধানমন্ত্রী। তবে আশ্চর্যজনক ভাবে ইমরান তালিবানের হয়ে রাষ্ট্রসংঘে সওয়াল করলেও ইমরানের আগের কিছু মন্তব্য বেজায় চটেছে তালিবান।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গালওয়ান সংঘর্ষের জন্য ভারতকে দায়ী করল চিন

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের জন্য ভারতকেই দায়ী করেছে চিন। শুক্রবার আমেরিকার কোয়াড বৈঠকের মাঝেই চিনের তরফে দাবি করা হয়েছে, ভারত সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে ও চিনা ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করে। লাদাখে এখনও ভারতীয় ভূখণ্ডে রয়েছে লালফৌজ। তা সত্ত্বেও গালওয়ান উপত্যকায় সংঘর্ষের জন্য ভারতকেই দায়ী করে চিনা বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান বলেন, "গতবছর গালওয়ানে সংঘাত হয় কারণ ভারত সীমান্ত চুক্তি লঙ্ঘন করে চিনা ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। অবৈধভাবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা পার করে ভারত। আমরা আশা করছি সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্ত সমঝোতা মেনে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে ভারত।" ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় মুখোমুখি হয় ভারত ও চিনের ফৌজ। দু'পক্ষের জওয়ানরাই লোহার রড ও কাঁটাতার জড়ানো হাতিয়ার নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লড়াই করে। রক্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন। ১৯৭৫ সালে পর এই প্রথম প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পরেই সীমান্তে কার্যত যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অবশেষে পরিস্থিতি শান্ত করতে কয়েক দফা আলোচনায় বয়ে দুই দেশের সেনাবাহিনী। তবে তাতে অঁচ কিছুটা কমলেও উত্তেজনা পুরোপুরি কমেনি। বিশ্লেষকদের মতে, কোয়াড বৈঠকের জেরেই ভারতের উপর চাপ বাড়াচ্ছে চিন। বলে রাখা ভাল, চিনকে চাপে রাখতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে দুই বন্ধু রাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সঙ্গে বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার প্রায় চব্বিশ ঘন্টা পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের পৌরহিত্যে 'সাদা বাড়ি'র সজ্জিত কক্ষে কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অংশ নেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তাই এবার পালটা নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বেজিং।

রবিবার পঞ্জাবে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ, রাজ্যপাল সকাশে মুখ্যমন্ত্রী চান্নি

চণ্ডীগড়, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রবিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পঞ্জাবে নতুন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতে চলেছে। শনিবার দুপুরে রাজ্যপাল বনওয়ারিলাল পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করার পর এমনটাই জানিয়েছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। চণ্ডীগড়ের রাজভবনে রবিবার বিকেল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ শপথ নেবেন চান্নি মন্ত্রিসভার সদস্যরা। চরণজিৎ সিং চান্নি জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলে রাজভবনে পঞ্জাব মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ হবে।

ইতিমধ্যেই পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন চরণজিৎ সিং চান্নি, উপ-মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সুখজিন্দর রানধাওয়া এবং ও পি সোনি। রবিবার শপথ নেবেন মোট ১৫ জন মন্ত্রী। শোনা যাচ্ছে, অমরিন্দর সিং মন্ত্রিসভার ৫ জন সদস্য আর মন্ত্রী থাকছেন না। মন্ত্রিসভার সদস্য হতে চলেছেন নতুন ৭ জন, সেই ৭ জন হলেন সম্ভবত-রাজকুমার ভেরকা, সঙ্গত সিং গিলজিয়ান, অমরিন্দর সিং রাজা ওয়াররিং, রাণা গুরজিৎ, গুরকিরত কোটলী, কুলজিৎ নাগরা ও পরগত সিং।

পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পূজার্চনা রামানার, ৪৫ মিনিট সময় কাটালেন প্রধান বিচারপতি

পুরী, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। জগন্নাথ মন্দিরে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় কাটিয়েছেন প্রধান বিচারপতি। শুক্রবারই ওড়িশায় এসেছেন প্রধান বিচারপতি। এদিন জগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রধান বিচারপতিকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েকের ব্যক্তিগত সচিব ভি কে পান্ডিয়ান, শ্রী জগন্নাথ মন্দিরের মুখ্য প্রশাসক কৃষাণ কুমার এবং জেলাশাসক এস বর্মা প্রমুখ।

পূজার্চনার পর জগন্নাথ মন্দিরে প্রায় ৪৫ কিঞ্চিৎ সময় কাটান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা। মন্দির চত্বর ও আশেপাশে যে সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে, তাতে খুশি প্রকাশ করেছেন রামানা। জগন্নাথ মন্দির দর্শনের পর ওড়িশার কটকে ওড়িশা স্টেটলিগল সার্ভিসেস অথরিটির নতুন ভবনের উদ্বোধন করেছেন প্রধান বিচারপতি।

অসম ও দিল্লিতে গুলি চলার ঘটনার সমালোচনা ফিরহাদের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : অসম ও দিল্লিতে গুলি চলার ঘটনার সমালোচনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

শনিবার তিনি ভবানীপুরে প্রচারে গিয়ে বলেন, "বাংলায় উনিশ থেকে বিশ হলেই গেল গেল রব ওঠে। তবে অসম, দিল্লিতে গুলি চলার ঘটনার পরও নীরব। যত দোষ নন্দ ঘোষ।"

প্রসঙ্গত, ক'দিন আগেই অসমের দারাং জেলায় জবরদখলকারীদের হঠাতে গুলি চলে। নিহত হন ২ জন। অন্তত ১০ জন আহত হন। প্রশাসনের দাবি, দারাংয়ের সিপাঝাড় গ্রামে প্রায় ১৪০০ বিঘা জমি থেকে বেআইনি দখল হঠানোর সময় সংঘর্ষ বাধে। পুলিশের অভিযোগ, জবরদখলকারীদের ছোড়া ইটে অন্তত ৯ জন পুলিশকর্মী আহত হন। এ ছাড়া, শুক্রবার দুপুরে রাজধানী দিল্লিতে রোহিণী আদালতের ভিতরে চলে গুলি। দুই দুষ্কৃতীদলের লড়াইয়ে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ৩ জনের। এই ঘটনা প্রসঙ্গেও মুখ খুলে ফিরহাদ হাকিম অমিত শাহের পুলিশ ব্যর্থ বলে কটাক্ষ করেন।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৬ কেজি ৭১২ গ্রামে সোনা পাচারের চেষ্টা, ধৃত ৫

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল কাস্টমসের বিশেষ দল। উদ্ধার হয়েছে ৬ কেজি ৭১২ গ্রাম সোনার বাট। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কেষ্টপুর এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জেলার তদন্তকারী সংস্থা।

রাজস্ব দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম অখিল মোরাল(৫২), আশিষ কুমার দত্ত (৪৬),উত্তম কুমার দত্ত (৫৫), দীপেশ কুমায় ঘোষ (৪২) ও অতুল দাস (৪৩)। এদের প্রত্যেকে বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা বহরমপুর ও শিলিগুড়ি রাজস্ব দফতরের যৌথ উদ্যোগে মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জহুরা তলার কেষ্টপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরও চারজনের নাম উঠে আসে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

প্রয়াত মহিলাদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেত্রী কমলা ভাসিন

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রয়াত হলেন কমলা ভাসিন। ভারতীয় মহিলাদের অধিকার রক্ষা আন্দোলনের এক অন্যতম মুখ ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুখে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর ফুসফুসে জল জমে গিয়েছিল। অবশেষে শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ দিল্লিতে মৃত্যু হয় কমলা ভাসিনের। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

ভারত-সহ দক্ষিণ এশিয়ায় 'ওয়ান বিলিয়ন রাইজিং' আন্দোলনের পুরোভাগে থাকা কমলা তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে লড়াই চালিয়েছিলেন লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধে, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার রক্ষার লক্ষ্যে। কবি ও বহু গ্রন্থের লেখিকা কমলা নিজেকে 'প্রশিক্ষণ নেওয়া সমাজবিজ্ঞানী' বলতে ভালবাসতেন। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুখে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর ফুসফুসে জল জমে গিয়েছিল। এর মধ্যে শুক্রবার কমলার অবস্থা খারাপ হলে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে নিয়তিকে ঠেকায় কার সাধ্যি? শনিবার ভোর তিনটে নাগাদ চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন কমলা ভাসিন আর নেই। মর্মান্তিক এই খবরে ভেঙে পড়েছেন মানুষ।

এদিন তাঁর মৃত্যু খবর প্রকাশ্যে এনেছেন সমাজকর্মী কবিতা শ্রীবাস্তব। তিনি টুইটারে লেখেন, "আমাদের প্রিয় বন্ধু কমলা ২৫ সেপ্টেম্বর আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। ভারতীয় নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রেই এটা একটা বিরাট ধাক্কা। যতই প্রতিকূলতা আসুক তার বিরুদ্ধে কমলা লড়ে গিয়েছেন। আমাদের হৃদয়ে থাকবেন তিনি।"

সত্তরের দশক থেকেই নারী আন্দোলনে যুক্ত কমলা ভাসিন। ২০০২ সালে তিনি সঙ্গত নামক একটি ফেমিনিস্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করেন। এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রান্তিক আদিবাসী মহিলাদের প্রশিক্ষিত করতেন তিনি। একই সঙ্গে লিঙ্গ তত্ত্ব, সমতা, মানবাধিকার, পুরুষতন্ত্র নিয়ে লিখতেন। কমলার বইগুলি অন্তত ৩০ টি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলতে গেলে শুরুর থেকেই বলা ভাল। গ্রামাঞ্চলে বড় হয়েছেন তিনি। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর করেন। তারপরই কমলা চলে গিয়েছিলেন পশ্চিম জার্মানির মুনস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে। জার্মানির ফাউন্ডেশন ফর ডেভেলপমেন্ট ওরিয়েন্টেশন কেন্দ্রে বেশ কিছুদিন কাজ করেন। আবার দেশে ফিরে আসেন। এরপর থেকেই বাকি জীবনটা তিনি দেশের প্রান্তিক মহিলাদের উপকার, নারীদের সমানাধিকারের কাজে কাটিয়ে দেন। সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হতেন তিনি। তাই তাঁর মৃত্যু বিরাট বড় ধাক্কা।

কমলার মৃত্যুতে দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসৌদিয়া, মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মী প্রশান্ত ভূষণ, হর্ষ মান্দার-সহ বহু বিশিষ্ট গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বিচারবিভাগীয়ের পর গরুখুটি গ্রামে সংঘটিত ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড় রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ধলপুরের গরুখুটি গ্রামে সংঘটিত ঘটনার তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর ৩ নম্বর ধলপুরের গরুখুটি গ্রামে বেদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে গেলে উত্তেজিত জনতা সংঘবদ্ধভাবে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহনীর ওপর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র, লাঠিসোঁটা, বল্লম, পাথর, ইট ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করে বসে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তা বাহিনী প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়ে। এতেও পরিস্থিতি কোনও ভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে না দেখে বাধ্য হয়ে শূন্যে গুলি চালাতে হয় নিরাপত্তা বাহিনীকে। এতে দুই প্রতিবাদকারীর মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া প্রতিবাদী জনতার হামলায় এক মহিলা সহ ২৭ জন পুলিশকর্মী ও বেদখরলকারী ঘায়েল হয়েছেন। প্রসঙ্গত ইতোপর্বে ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গরুখুটির দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার তদন্ত সিবিআইকে দিয়ে করাতে নির্দেশ দিয়েছি। আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, আমসু সহ অন্য দল ও সংগঠনের সঙ্গে গরুখুটি গ্রামের জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ সম্পর্কে ইতিবাচক আলোচনার পরও কাদের প্ররোচনায় ১০ হাজার জনতা মাত্র তান-চাশো পুলিশের ওপর সশস্ত্র হামলা করেছে। সেদিনের ঘটনা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত ছিল। আমসু নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁরা অবৈধ দখলকারীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত উচ্ছেদ অভিযানে সহায়তা করবেন। উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল সর্বসম্মত নীতি অবলম্বনে। বিধানসভায়ও এ ব্যাপারে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই উচ্ছেদ অভিযান জরুরি ছিল। এটা রাতারাতি করা হয়নি। কংগ্রেস এবং আমসু ও এআইইউডিএফ-এর প্রতিনিধি দল আমার সাথে দেখা করে ভূমিহীনদের জমি বরাদ্দ সম্পর্কিত বিষয়ে সম্মত হয়েছিল। সব সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম, ভূমি নীতি অনুযায়ী ভূমিহীনদের দুই একর জমি প্রদান করা হবে। এতে প্রতিনিধিরা সম্মতও হয়েছিলেন। তাই শান্তিপূর্ণ উচ্ছেদ অভিযান হবে বলে মাত্র কয়েকশো পুলিশ গিয়েছিলেন সেদিন। অথচ তাঁদের ওপর হামলা করেছে দশ হাজার উত্তেজিত জনতা।'

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, 'এরা কারা ? কার প্ররোচনায় এরা পুলিশের ওপর ঝাঁপিয়েছিল? অথচ এর আগে গত দুদিন সিপাঝাড় রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ধলপুর বাজার এলাকা, পশ্চিম সুবা, ১ নম্বর ধলপুর এবং ৩ নম্বর ধলপুরে শান্তিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই সব স্থানে নাগরিকরা নিজেরাই তাঁদের ঘর ও দোকানবাড়ি ভেঙে সব ধরনের আসবাবপত্র, দোকানের সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে তো কোনও অশান্তি হয়নি। তা-হলে গরুখুঁটিতে কার প্ররোচনায় এত কাণ্ড সংঘটিত হল তা সরকারকে বের করতেই হবে।'

তিনি আরও বলেন, '২৭ জন আহত পুলিশ কর্মীর মধ্যে, দু-তিনজন মুসলিমও রয়েছেন। তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' বামপন্থীদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মার আবেদন, 'অসমিয়া জাতিকে রক্ষা করতে, অসমের প্রকৃত নাগরিকদের সুরক্ষিত করতে বাম ও বিরোধী নেতাদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। কেননা ধলপুরের ২৭ হাজার একর জমি কৃষিকর্মের জন্য ব্যবহারের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেখানে একটি বহু প্রাচীন শিবমন্দিরও রয়েছে। এ সব জম ও মন্দিরস্থল কতিপয় সন্দেহজনক নাগরিক দখল করে নিয়েছেন।' অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব আশ্বাস দিয়েছেন, সরকার কড়া হাতে বিষয়টির মোকাবিল করবে, যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখবে সরকার।

গরুখুটির উচ্ছেদ অভিযান সরকারের সাহসী পদক্ষেপ, বেদখলকারীদের পক্ষাবলম্বনকারীদের নিষিদ্ধ ঘোষণা সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার সিপাঝাড়ের গরুখুটি অঞ্চলে প্রশাসন কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযানকে হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন সরকারের সাহসী পদক্ষেপ বলে দাবি করেছে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী। পাশাপাশি বেদখলকারীদের পক্ষাবলম্বনকারী দল ও সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন সম্মিলনী।

অসমের দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড় রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ধলপুরের গরুখুটি গ্রামে গত ২৩ সেপ্টেম্বর জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করতে গেলে সংগঠিত হিংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া চলছে। উচ্ছেদ অভিযান চালানোর সময় পুলিশ প্রশাসন তথা নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর অবৈধ দখলকারীরা আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। পুলিশের ওপর সংঘবদ্ধ হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মীকে আহত করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। পুলিশের গুলিতে দুই তিন জবরদখলকারীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলের নেতারা রাজনৈতিক ফায়দা নিতে অবৈধ দখলকারীদের পক্ষ নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলছেন। এই পরিস্থিতিতে সরকারের সাহসী পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়ে এগিয়ে এসেছে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী। দরং জেলার অবৈধ বেদখলকারীদের পক্ষ নিয়ে এবং তাঁদের হয়ে ওকালতি যারা করছেন তাদের নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী। এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে সংগঠনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিশদভাবে বলা হয়েছে, ঐতিহাসিক অসম আন্দোলনের পীঠস্থান সিপাঝারের চর অঞ্চলের সরকারি জমি সন্দেহজনক নাগরিকরা বেদখল করে আছে। রাজ্য সরকার অসমিয়া খিলঞ্জিয়া মানুষের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখেই অবৈধ বেদখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে উচ্ছেদ অভিযান চালাচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই সাহসী পদক্ষেপকে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। রাজ্যের যে কয়টি রাজনৈতিক দল এবং সংগঠন সরকারি জমি বেদখলকারী সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশি নাগরিকদের পক্ষ নিয়ে তাঁদের হয়ে ওকালতি শুরু করেছে, সেই সকল রাজনৈতিক দল এবং সংগঠনগুলোকে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলন দরং জেলায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে জারিকৃত প্রেস বিবৃতিতে রাজ্যের বুদ্ধিজীবীদের উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে শূন্যে গদা না ঘোরানোর পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, সিপাঝাড় বিধানসভা এলাকায় ১ লক্ষ ৭৮ হাজার ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার অসমিয়া ভোটারন। কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক এই সব অসমিয়া মানুষ এখন পর্যন্ত আইন নিজের হাতে তুলে নেননি। সিপাঝাড় জেলার ৭৭ হাজার ৪২০ বিঘা ২ কাঠা জমি বেদখল হওয়ার বিষয়টি রাজ্য সরকার এবং আদালতকে জানানো হয়েছে। ২০১৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত দরং জেলা ও দায়রা আদালতে চর অঞ্চলের বেদখল সম্পর্কিত মামলা চলছে।

২০১৭ সালে দরং জেলা প্রশাসন অবৈধ বেদখলকারীদের নাম আদালতে জমা দিয়েছিল। অবৈধ বেদখলকারীরাও সরকারি জমি বেদখল করার বিষয় আদালতে স্বীকার করেছেন। অন্যদিকে মামলার বাদি পক্ষ আদালতে কী কী নথিপত্র জমা দিয়েছে সে বিষয়ে বিরোধী দল এবং নেতাগণ ভালো করে কিছুই জানে না। তাই যে বিষয়ে প্রথমিক জ্ঞান নেই, সেই বিষয় নিয়ে শুধু অনুমানের ওপর ভর করে পরিবেশ অস্থির করা থেকে বিরত থাকতে বিরোধী দলের নেতাদের সতর্ক করেছে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলন।

প্রেস বিবৃতিতে সংগঠন আরও বলেছে, ১৯৭৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময় দরং জেলা ছাত্র সংস্থার সভাপতি, সম্পাদক পদে দায়িত্বপ্রাপ্তদের নিয়ে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী সিপাঝাড়ে গঠিত হয়েছিল। এই সংগঠনের বেশির ভাগ সদস্য অসম আন্দোলনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। সিপাঝাড় বিধানসভা এলাকার ৭৭ হাজার ৪২০ বিঘা ২ কাঠা জমি বেদখল মুক্ত করতে হবে বলে সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। জেলার চর অঞ্চলের বেদখলকৃত সব জমি বেদখল মুক্ত করতে সরকারের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনীর পক্ষ থেকে।

চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সিপাঝাড়ের বেদখলকৃত সকল জমি উদ্ধার করতে হবে। সরকারি জমি বেদখল মুক্ত করতে রাজ্য সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে, সংগ্রামী সতীর্থ সম্মিলনী প্রেস বিবৃতিতে এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্মজয়ন্তী পালন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর কুড়ি বছরের কার্যকাল পূর্তি উপলক্ষ্যে সমগ্র দেশব্যাপী যুব মোর্চা ২০ দিনব্যাপী বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করেছে। যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি সিদ্ধাংকু অংকুর বরুয়ার নির্দেশে দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুব মোর্চাও চলতি মাসের ১৭ তারিখ থেকে "নবভারত মেলা", "নমো কুইজ", "স্বচ্ছতা অভিযান", "রক্তদান শিবির" সহ বিভিন্ন কার্যসূচির আয়োজন করে চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে একাত্ম মানবতাবাদের প্রবক্তা তথা আধুনিক ভারতের মার্গদর্শক রাষ্ট্রভক্ত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্মজয়ন্তী শনিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করেছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপি। ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যবস্থাপনায় এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭১ তম জন্মদিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'নরেন্দ্র মোদী অন্ত্যোদয়' কার্যসূচি পালিত হয়। এ উপলক্ষ্যে মণ্ডল কার্যালয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় অন্ত্যোদয় সম্পর্কিত বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সম্বন্ধে সমাজের দরিদ্র এবং আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসর সাধারণ মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ যুব মোর্চার কর্মকর্তাগণ। 'অন্ত্যোদয়' প্রকল্পের সুবিধাভোগী সহ অরুণোদয় প্রকল্প, বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, দিব্যাঙ্গ পেনশন সহ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের উপলব্ধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন বিজেপি নেতারা। বন্দেমাতরম সংগীতের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জন কল্যাণমুখি প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল বিজেপির উপ-সভাপতি দীপঙ্কর দাস, দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডল যুব মোর্চার সভাপতি জ্যোতিষ্ক পোদ্দার, যুব মোর্চার করিমগঞ্জ জেলা কমিটির কলেজ ইনচার্জ দ্বিগবিজয় ধর, ভারতীয় জনতা পার্টি তফশিলি মোর্চার প্রদেশ কমিটির সদস্য বিকুল রায়, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অজয় কুমার দাস। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দাস, সম্পাদক জন্মজয় দাস, সম্পাদক বাসব চক্রবর্তী, গৌতম মালাকার, চয়ন নমঃশূদ্র, রাজদীপ চক্রবর্তী, রাজেশ সূত্রধর, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

কোন ঘরে কেমন আলো

আলোর সঠিক ব্যবহারে অন্দরসজ্জায় আসবে ভিন্নতা। কৃতজ্ঞতা: চতুষ্কোণ ছবি: খালেদ সরকার আলোর কৌশলী ব্যবহারে ঘরের আবহে চমৎকার পরিবর্তন আসতে পারে। ফ্ল্যাটের আয়তনের কারণে বিশাল আর নকশাদার ঝাড় বাতির ব্যবহার কমছে। ছিমছাম নকশা আর পরিষ্কার করার সুবিধার জন্য অনেকেই পছন্দ করছেন ঝুলন্ত বাতি। শুধু বসার ঘর বা খাবার টেবিলের ওপর নয়, প্যাসেজ, রান্নাঘর থেকে শুরু করে সব জায়গাতেই এর ব্যবহার দেখা যাচ্ছে।

আলো এবং ছায়াকে কেন্দ্র করে বিশেষ কিছু স্থানকে সুনির্দিষ্ট ও আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, জানালেন অন্দরসজ্জা প্রতিষ্ঠান চতুষ্কোণের পরিচালক কান্তা কবির। ঝুলন্ত বাতি সৌন্দর্যবর্ধনের পাশাপাশি নাটকীয় পরিবেশ তৈরি করে। শোবার ঘরেও থাকতে পারে ঝুলন্ত আলোর ব্যবস্থা।

শোবার ঘরে শোবার ঘরের বিছানার পাশের দেয়ালে ছোট টেবিলে ল্যাম্প রাখা যায় অথবা ঝুলন্ত আলো। ঘুমানোর আগে বই পড়ার ক্ষেত্রে অথবা প্রয়োজনীয় কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। শোবার ঘরে নরম আলো ব্যবহার করলেও টেবিলের জন্য উজ্জ্বল আলোর প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে স্পটলাইট ব্যবহার করা যায়। সিলিংয়ে সারফেস লাইট, কনসিল লাইট, স্পটলাইট, ফলস সিলিঙের পকেট লাইটও (এলইডি) লাগানো যায়। শোবার ঘরে ওয়ার্ক স্টেশনের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে উজ্জ্বল বাতির ব্যবহার করুন। এ ছাড়া শোবার ঘরে ফ্লোরস্ট্যান্ড ল্যাম্প ব্যবহার করা যায়।

ড্রেসিং টেবিল ও আয়নার সামনে উজ্জ্বল আলোর ব্যবস্থা রাখুন। সেখানেও ঝুলন্ত বাতি দেওয়া যেতে পারে। ড্রেসিং টেবিলের আলো যেন আয়নার বিপরীত দিকের দেয়ালে না হয়। সাধারণত শোবার ঘরে ১২০-১৫০ বর্গফুটের জন্য ৫০-৬০ ওয়াটের এলইডি বাতি মানানসই। এ ক্ষেত্রে পুরো ঘরের জন্য ৩০ ওয়াট এবং ড্রেসিং ইউনিটের জন্য ৩০ ওয়াটের বাতি লাগান। বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পের জন্য ২০ ওয়াটই যথেষ্ট। শোবার ঘরের এক কোণে স্টাডি কর্নার থাকলে একটি ঝুলন্ত বাতিতে কাজ আর সাজ একসঙ্গে মিলবে।

খাবার ঘরে

খাবার টেবিলের ওপর বাড়তি আলোর জন্য ঝুলন্ত বাতি বেশ কাজে দেবে, দেখতেও ভালো লাগবে। সঙ্গে যদি দেয়ালে কোনো ছবি অথবা পেইন্টিং থাকে, তবে সেটাকে আলোকিত করার জন্য উষ্ণ আলোর স্পটলাইট, যেটা নাড়াচাড়া করা যায় (এলইডি বাতি হলে ভালো) ব্যবহার করতে পারেন। টেবিলের আকৃতি অনুযায়ী দুই বা তিনটি বাতি সিলিং থেকে সারি বেঁধে ঝুলিয়ে দিন। গোলাকার টেবিলে সারি বেঁধে না দিয়ে ত্রিভুজ আকারে ঝোলালে ভালো দেখাবে। বাতি এমনভাবে ঝোলাতে হবে, যেন আলো খাবারে পড়ে, বাতির শেডটি যেন খুব নিচু না হয়। যদি খাবার ঘরের পাশেই রান্নাঘর থাকে, তবে কিচেন কাউন্টারের সাজে নকশাদার একটি ঝোলানো বাতি পরিপূর্ণতা এনে দেবে। বাতির দোকান পেন্ট হাউসের একজন বিক্রয়কর্মী জানান, এক ঘরে এক ধরনের আলো না রেখে কয়েক রকম আলোর সংমিশ্রণ করা যায়। বসার ঘরের সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে ঝোলানো বাতি বেছে নিতে পারেন

বসার ঘর

সেন্টার টেবিলের ওপর গুচ্ছ আকারে বা সার বেঁধে তিন থেকে চারটি ঝুলন্ত বাতি ব্যবহার করতে পারেন। ঘরের কোনা সাজানো থাকলে সেখানেও দু-একটি ঝোলানো বাতি দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বাতিগুলো একই সমান্তরালে না দিয়ে ওপর-নিচ করে লাগান। বসার ঘরের সাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে দেশীয় বা আধুনিক যেকোনো থিমের ঝোলানো বাতি বেছে নিতে পারেন। এতে আলো-আঁধারির মধ্যে আড্ডা আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। শিশু—কিশোরদের ঘরে শিশু—কিশোরদের ঘরের জন্যও কোমল আলো ভালো। তবে পড়ার টেবিলে থাকতে হবে উজ্জ্বল আলো। বাচ্চাদের ঘরে তাদের পছন্দের কোনো চরিত্র বা খেলনার আদলে তৈরি বাতি দিতে পারেন। শিশুর ঘরে বিছানার ওপর, পড়ার টেবিলে বা খেলনার জন্য আলাদা একটি কোনা সাজাতে পারেন রিকশা, সাইকেল, গাড়ি, ফুটবল ইত্যাদির আদলে তৈরি বাতি দিয়ে।

করিডরে করিডরের ক্যাবিনেটে একটি ঝুলন্ত বাতি সৌন্দর্য বাড়াবে বহুগুণ। বারান্দায় বসার ব্যবস্থা থাকলে সঙ্গে ঝুলন্ত বাতি ঝুলিয়ে দিন। এখানে দেশীয় মোটিফের গোলাকার বা বলের মতো ঝুলন্ত বাতি ভালো মানাবে।

৪৫ মিনিটেই বউয়ের সাজ

ঐতিহ্যবাহী বিয়ের পোশাক আর মেকআপে লাল না থাকলে চলেই না। এমনটাই মনে করেন উইমেন'স ওয়ার্লরে প্রধান নির্বাহী, কনার স্বত্বাধিকারী ও রূপবিশেষজ্ঞ ফারনাজ আলম। আসছে শীতকাল। আর বাংলাদেশে শীতকালে বিয়ের ধুম পড়ে যায়। সেটিকেই মাথায় রেখে সম্প্রতি তিনি বউ সাজিয়েছেন এক মডেলকে।

৪৫ মিনিটেই তৈরি হয়েছেন বৌয়ের সাজে—ছবি: ফারনাজ আলমের কাছ থেকে সংগৃহীত

দেশীয় ঐতিহ্যবাহী বিয়ে মানেই লালের ছড়াছড়ি। এখানেও ফারনাজ আলম লাল সালোয়ার-কামিজ পরিয়েছেন মডেলকে। পোশাকটি ফ্যাশন ডিজাইনার সারাহ করিমের। চোখের ওপর ছিল ব্রোঞ্জ রেড আর সোনালি আইশ্যাডো। ঠোঁটেও দিয়েছেন টকটকে লাল লিপস্টিক। আর মাথায় সাধারণ বিয়ের খোঁপা। ফারনাজ বলেন,—'আমি এটাকে যথাসম্ভব সিম্পল রাখার চেষ্টা করেছি। কেউ যদি চায়, খোঁপায় বেলি বা গোলাপ জড়াতে পারেন। নাকে আমি কিছুই পরাইনি। চাইলে কেউ এখানে টানা নথ বা ট্র্যাডিশনাল নাকফুলও পরতে পারেন।'

মডেল সামিরা খান মাহিকে সাজাতে তিনি মাত্র ৪৫ মিনিট সময় নিয়েছেন বলে জানান ফারনাজ। বলেন, কত অল্প সময়ে পূর্ণাঙ্গ বউয়ের সাজ শেষ করা যায়, সেটিই দেখানোর চেষ্টা ছিল। ইচ্ছা করেই লাল কাতান শাড়ি পরাননি। ফারনাজ আরও বলেন, 'অনেক ধরনের বউয়ের সাজ হয়ট্র্যাডিশনাল, ট্রেন্ডি, ফিউশন। আমি ঠিক বাঙালিয়ানা বউ করিনি। অনেকে আবার বিয়েতে পুরোপুরি সাদা পরে। ফুল হোয়াইট লেহেঙ্গা, রুপালি বা ব্রোঞ্জ বেইজড মেকওভার, আমি সেগুলো কিছুই করিনি। আমি ঐতিহ্যবাহী বউয়ের লুকেই একটু ভিন্নতা আনার চেষ্টা করেছি। অর্নামেন্টও মিনিমাল

রেখেছি।' এই বৌ সাজে সময় লেগেছে মাত্র ৪৫ মিনিট ছবি: ফারনাজ আলমের কাছ থেকে সংগৃহীত ফারনাজ আলমের বিয়ের ছবিছবি: জাওয়াদ চৌধুরি এই মেকওভার হয়েছে প্রায় কোনো কারণ ছাড়াই। কারণ বলতে গেলে চলে যেতে হবে ফারনাজ আলমের নিজের বিয়ের সময়টায়, ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে। তাঁর বিয়ে হয়েছিল বেশ কয়েকটি ধাপে। তিনি চট্টগ্রামের বউ, সেখানে মেজবান অনুষ্ঠানে এ রকম করে সেজেছিলেন ফারনাজ। তাঁকে সাজিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা। লাল কাতানের শাড়িটাও ছিল তাঁর মায়ের। খোঁপায় অনেক ফুল পরেছিলেন। তাঁর সেই সাজ আর এই মডেলের সাজে অনেক মিল। তবে তাঁর সাজপোশাকে ছিল বাঙালিয়ানার ছাপ। হাতে আলপনা করেছিলেন। অনেকটা সে রকম করেই মিনিমালিস্টিক মেকআপে সাজিয়েছেন তাঁর মডেলকে। বিয়েতে এখন নতুন ধরনের নানা সাজপোশাকের চল আসছে। এখন কেবল শাড়ি নয়; সালোয়ার কামিজ, লেহেঙ্গা, লেহেঙ্গা স্টাইলের শাড়ি, গাউন, সারারা, ঘারারা, ঘাগরাসহ নানা কিছু পরা হয় বিয়েতে। তবে এই মেকআপ শিল্পী মনে করেন, এগুলোর কোনোটাই নতুন নয়। ঘুরেফিরে 'মডিফায়েড' হয়ে আসছে। একটু এদিক—সেদিক করে নানা দেশের নানা সংস্কৃতির বিয়ের পোশাক স্থান করে নিয়েছে বাঙালির বিয়েতে। উদাহরণস্বরূপ তিনি বললেন পশ্চিমা বিয়ের সাদা গাউনের কথা। অনেকেই সেখান থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজের বিয়েতে পুরোপুরি সাদা পরেন। সাদার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাগ, পার্স বা বটুয়া, উঁচু জুতা, মানানসই কার্লি চুল, চুলে স্টোনের বা অল্প কিছু ফুলের মুকুট আর ব্রাউন বা সিলভার বেজড চোখ, ন্যুড বা স্কারলেট রেড লিপস্টিক পরেন।

বৌ সাজানোর সময় নিজের এই সাজটা মাথায় রেখেছিলেন তিনি।—ছবি: জাওয়াদ চৌধুরি অনেক সময় দেখা যায়, সবাই অপেক্ষা করছেন। বউয়ের আর খোঁজ নেই। পারলারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ফুল আনতে পাঠানো হয়েছে একজনকে। ফুল নিয়ে আসার পর দেখা গেল, যে ফুল আনা হয়েছে, তা ঠিক মানাচ্ছে না। মনের ভেতর একটা খুঁতখুঁতানি রয়েই গেল। সেই অস্বস্তি বিয়ের দিনজুড়ে রইল। তাই হবু বউদের উদ্দেশে ফারনাজ বলেন, 'বিয়েতে কে কী বলল, তার চেয়ে নিজে নিজেকে কীভাবে দেখতে চান, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ। চোখ বন্ধ করুন। নিজেকে দেখুন। ডিটেইলস ঠিক করে ফেলুন। আগে থেকে সব পরিকল্পনা করা থাকলে দেরি হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে বিয়ের সাজেই সাজুন না কেন, দুই ঘণ্টার বেশি লাগবে না কিছুতেই।'

এই মেকআপশিল্পী আরও বলেন, একটা মেয়ে নারী হওয়ার পর থেকেই বিয়ের খুঁটিনাটি নিয়ে কল্পনা করেন। ফারনাজ আলমের বয়স তখন ১২। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে হাঁটছিলেন তুরস্কের বাজারে। হঠাৎ একটা কাপড় দেখে থমকে দাঁড়ান তিনি ও তাঁর বাবা। কাপড়টা কেনেন। সেই কাপড়েই হয়েছে তাঁর গায়েহলুদের উজ্জ্বল গোল্ডেন গাউন। যদিও ডিজাইনাররা নিজেদের কাপড় ছাড়া জামা বানান না। ফারনাজের ডিজাইনার বানিয়েছিলেন।

ফারনাজ বলেন, সারা জীবন নিজের বিয়ের অনুষ্ঠান রোমন্থন করার মতো স্মৃতি তৈরি করা সবচেয়ে জরুরি। তাই পারলারে দেরি হওয়া মানে দিনটাতে স্মৃতি তৈরির সময় খুইয়ে ফেলা। সারাটা দিনের ওপর একটা চাপ পড়ে। তাই বিয়েতে বেজটা হালকা রেখে সারা দিন আনন্দে কাটানো, সুন্দর ছবি তোলা জরুরি, যাতে পরে সেসব ছবি দেখে নিজের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে।

দ্রুত সময়ে ত্বকচর্চা

সতেজ, উজ্জ্বল, দাগহীন, মসৃণ ত্বক সবাই চান। কিন্তু এর জন্য বেশ কিছুটা সময় ব্যয় করার মতো সময় হয়তো অনেকেই পান না। আবার অনেকের কাছে সারা দিনের কাজের শেষে—সৌন্দর্যচর্চায় আবার বাড়তি সময় ব্যয় করা নিতান্তই ঝামেলার। রূপচর্চার পেছনে সময় বা অর্থ ব্যয় করাকে অপচয় ভাবেন অনেকে। তাই বলে সুন্দর থাকতে মানা? মোটেও তা নয়। অল্পস্বল্প যত্ন নেওয়া যায়, তবে তা করতে হবে নিয়মিত। এতেও কাজ হবে অনেকটা। যেটুকু একেবারে না করলেই নয়, সেটুকুর সঙ্গে কিছু শর্টকাট কৌশল যোগ করে নিলেই হবে। পানি পান করতে হবে। সেইসঙ্গে মুখেও পানির ঝাপটা দিতে হবে। ছবি: পেকজেলসডটকম

পানিতেই সমাধান

যাঁরা সময় ও পরিশ্রম দুটিই ব্যয় করতে নারাজ, তাঁরা যদি শুধু নিয়মিত পানি দিয়ে ত্বক পরিষ্কার করেন, তাহলেও ২০ শতাংশ কাজ হয়ে গেল। সবাই জানেন ত্বক আর চুল ভালো রাখতে পানি অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ। পাশপাশি সারা দিনে কতটা পানি পান করা হচ্ছে, চুল ও ত্বক কতটা পানি পাচ্ছে, তার একটা হিসাব রাখা যেতে পারে। সারা দিনে আর কিছু না করুন, ভিজে তোয়ালে দিয়ে কয়েকবার মুখ চেপে মুছে নিন বা পানির ঝাপটা দিন। এ ক্ষেত্রে ঠান্ডা পানির ব্যবহারই ভালো। আর পানির ঝাপটা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলতো করে মুখ মুছে নিতে হবে। পানি ত্বক তরতাজা ও আর্দ রাখে। আরেকটু সময় ব্যয় করতে চাইলে সকালে ও রাতে হাইড্রেটিং ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, ত্বকে পানির ঘাটতি না হলে অর্ধেক সমস্যাই কমে যাবে।

নিয়মিত অল্পস্বল্প যত্নেও ত্বক থাকে সুন্দরছবি: পেকজেলসডটকম ঘুমাতে যাওয়ার আগে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিয়ম করে দাঁতের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি ত্বকেরও কিছুটা যত্ন নিলেই হয়ে গেল। এতে বাড়তি সময় ব্যয় করার প্রয়োজন হলো না। এতে অ্যাকনে, খসখসে ঠোঁট ও শুষ্ক ত্বকের সমস্যার সমাধান হতে পারে। কেউ চাইলে যে টুথপেস্ট দাঁত ব্রাশের জন্য ব্যবহার করছেন, তা অ্যাকনের ওপর লাগিয়ে নিন। আর টুথব্রাশ দিয়ে আলতো করে ঠোঁটজোড়া ঘষে নিন। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখবেন ঠোঁট যেমন নরম হয়েছে, তেমনি অ্যাকনেও মিলিয়ে গেছে। তবে এ ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে, সব ধরনের অ্যাকনে কিন্তু টুথপেস্টে দূর হয় না। অনেকেই একসঙ্গে একাধিক সৌন্দর্য পণ্য ব্যবহার করতে চান না। তাঁদের জন্য ক্লিনজিং অয়েল ভালো। অনেকেই হয়তো জানেন না ক্লিনজিং অয়েল আসলে একধরনের তেল। তবে ত্বক পরিষ্কারে এটি খুবই কার্যকর। এটি একই সঙ্গে মেকআপ গলাতে যেমন কার্যকর, তেমনি চট করে ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে তেল ও ময়লা দূর করে। প্রতিদিনের ধুলা—ময়লা দূর করার পাশপাশি অ্যাকনের ওপর এটি খুবই কার্যকর। দিনের শেষে পাঁচ থেকে সাত মিনিট ক্লিনজিং অয়েল দিয়ে মুখ ম্যাসাজ করলে ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস অনায়াসেই দূর হবে। সেই সঙ্গে ত্বকও পরিষ্কার হবে। মেকআপ থাকলে তা—ও উঠে আসবে।

শরতে তরমুজ চাষ

তরমুজ মূলত গরমের ফল। কিন্তু শরতেও তরমুজ ফলিয়ে বাড়তি লাভ পেতে পারেন কৃষকরা। হাইব্রিড বিভিন্ন প্রজাতির সুবাদে পলি-মালঞ্চিং করে শরৎকালে তরমুজ ফলানো সম্ভব হচ্ছে। উদ্যানপালন আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অসময়ের তরমুজ হিসেবে মূলত সুগার কিং, সুগার কুইন, কিরণ, সরস্বতী, বিশালা, ম্যাক্স, কৃষ্ণা, অর্জুন-এর মতো উন্নতমানের প্রজাতি রয়েছে। এসব প্রজাতির ফলন বেশি। নদীয়ার ঝিকরা, হুগলির ধনিয়াখালি, পশ্চিম মেদিনীপুরের

গোপীবল্লভপুর এলাকায় প্রচুর জমিতে অসময়ের তরমুজ চাষ হচ্ছে। লাভের পরিমাণ বেশি থাকায় বহু কৃষক শরৎকালে তরমুজ ফলাতে উৎসাহী হচ্ছেন। সরাসরি জমিতে বীজ বোনা যেতে পারে। পরে ওই চারা জমিতে লাগানো যায়। এতে বর্ষায় চারা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

উদ্যানপালন বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অসময়ের তরমুজে শোষক পোকা, ফলছিদ্রকারী পোকা, ধসা বা পচন দেখা দিতে পারে। প্রতিরোধে আগাম ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা দিলে জমিতে ফেরোমোন ফাঁদ বসানো যেতে পারে। নাহলে ঝোলা গুড় কিংবা রসগোল্লার গাদের সঙ্গে কীটনাশক মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করা যেতে পারে। তরমুজের আকার ও গুণমান বাড়াতে অনুখাদ্য প্রয়োগ করতে পারেন কৃষক।

তরমুজ মূলত বালি-পলি মাটিতে চাষ হয়। কিন্তু পলি মালঞ্চিং পদ্ধতিতে এখন এঁটেল মাটিতেও তরমুজ ফলানো সম্ভব হচ্ছে। বিঘায় অনায়াসেই চার টন ফলন পাওয়া যায়। প্রতি টন তরমুজ বিক্রি করে দাম পাওয়া যায় ২০ হাজার টাকা। ৫০ শতাংশ জৈব ও ৫০ শতাংশ রাসায়নিক সার দিয়ে জমি তৈরি করে নিতে হবে। বীজ লাগানোর ৬৫-৭০ দিনের মাথায় ফল দিতে শুরু করবে। জমিতে বেড তৈরি করে বীজ বুনতে হবে। মাঝে সেচের জল দেওয়ার জন্য নালা কেটে দিতে হবে। মালঞ্চিংয়ের পলিথিন দিয়ে বেড ঢেকে দেওয়ার পর নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর বীজ বুনতে হবে। প্রতিটি মাদায় দু'টি করে বীজ বোনা যেতে পারে। যেখানে বীজ বোনা হবে, সেখানে পলিথিন ছিদ্র করে দিতে হবে। এক-একটি গাছ থেকে একাধিক শাখা বের হয়। সেখান থেকে তিনটি ভালো শাখা রেখে বাকিগুলি ভেঙে দিতে হবে। তাতে গাছ পুষ্ট হবে। তরমুজের সাইজ বড় হবে। আড়াই থেকে তিন কেজি করে ওজন হবে এক-একটি তরমুজের।

মালঞ্চিংয়ের পলিথিনের উপরের দিকটা স্টিল রংয়ের, নিচের দিক কালো রংয়ের হয়। স্টিল রং শোষক পোকাকে বিকর্ষণ করে। ফলে পলি-মালঞ্চিংয়ের মাধ্যমে চাষ করলে জমিতে শোষক পোকার আক্রমণ কম হয়। তাছাড়া সেচের জল, সার কম লাগে। স্বাভাবিকভাবে চাষের খরচ অনেকটাই কমে যায়। ফলনও বাড়ে। চারা যখন ছোট থাকে, তখন ছোট ছোট লাল পোকার আক্রমণ হয়। ওই পোকা দমনে এক লিটার জলে দুই মিলিলিটার ডাইমিথেয়েট মিশিয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে। তরমুজের জমিতে জল দাঁড়িয়ে গেলে গাছ মরে যাবে। আবার জমিতে জলও থাকতে হবে। সে কারণে জমিতে যাতে জলনিকাশি ব্যবস্থা ঠিক থাকে, সেদিকে নজর রাখতে হবে বলে জানাচ্ছেন উদ্যাপালন বিশেষজ্ঞরা।

অর্কিড ভ্যানিলার গুণাগুণ

ভ্যানিলা ভাইন অর্কিড জাতীয় (পরাশ্রয়ী) লতানো উদ্ভিদ। খুঁটি বা দেওয়ালের মতো অবলম্বন পেলে তরতরিয়ে বেড়ে ওঠে এটি। সর্বোচ্চ ৫ মিটার দীর্ঘ একেকটি ভ্যানিলা উদ্ভিদ গ্রীষ্মমন্ডলীয় এলাকায় ভালো জন্মে। ঠিক জাফরানের মতো বিশ্ব বাজারে ভ্যানিলা পড (লম্বাকৃতি ভ্যানিলার ফল। এর চাহিদা এবং মূল্য দুটোই বেশি। দামি আইসক্রিম, কেক, দই, কুকি-বিস্কুটসহ নানা ভোগ্যবস্তুকে আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু করতে খাদ্যশিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় ভ্যানিলা। তাছাড়া বিখ্যাত সব রেস্টুরেন্টে রান্নার ঘ্রাণ বাড়াতে মাছ-মাংস, সবজি ও নুডলসের মতো খাবারে ভ্যানিলা নির্যাস এখন একটি অত্যাবশ্যকীয় মেন্যু। ২-৩ বছর ভালোভাবে বেড়ে ওঠার পর ভ্যানিলার সবুজ-হলুদ রঙা বেশ কয়েকটি ফুল ফুটে। ফোটার পর একেকটি ফুল একদিনই স্থায়ী হয়। ফুলগুলোর পরাগায়নের ফলে উৎপন্ন হয় কাঙ্ক্ষিত ভ্যানিলা পড। তবে ভ্যানিলার পরাগায়ন এত সহজ নয়। ভ্যানিলা ফুলের ভেতরে বিভাজিত ঠোঁটসদৃশ পর্দা বিশেষ থাকায় এই উদ্ভিদে স্বপরাগায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে মানবসৃষ্ট পদ্ধতিতে কাঠের তৈরি খিলান সদৃশ ছোট কাঠি কিংবা ঘাসের ছোট কান্ড দ্বারা ভ্যানিলা ফুলে পরাগায়ন করা হয়, যা অনেক সময় সাপেক্ষ ও পরিশ্রমের কাজ। বাদামি

রং ধারণ করা শুকনো ভ্যানিলা পড আর এর সূক্ষ্ম কালো বীজ অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রেখে ৫-৬ মাস পর তৈরি হয় মনকাড়া ঘ্রাণের ভ্যানিলা নির্যাস। পরে তৈরি হয় এসেন্স ও ভ্যানিলা পেস্টের মতো মূল্যবান উদাহরণ। শুধু খাবারেই নয় বরং বিভিন্ন পরিষ্কারক বস্তু ও পেইন্ট (রং)-এর বোটকাগন্ধ দূরীকরণ, মূল্যবান প্রসাধনী ও সুগন্ধী তৈরিতেও এটি ব্যবহৃত হয়। মূল্যের দিক বিচার করলে জাফরানোর পরেই রয়েছে ভ্যানিলা। প্রতি কেজি ভ্যানিলার বাজারমূল্য প্রায় ৪০০ ডলার ভারতীয় মুদ্রায় ৩১ থেকে ৩৫ হাজার টাকা।

রবীন্দ্র ভবনে এনএসএস দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যন্যারা। ছবি ঃ নিজস্ব

দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সহযোগিতা : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সহযোগিতা (মন্ত্রক)। আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে রূপরেখা তৈরি করতে হবে, কাজের পরিধি প্রসারিত করতে হবে এবং স্বচ্ছতা আনতে হবে। মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'জাতীয় সহযোগিতা সম্মেলন''-এ অংশ নেন অমিত শাহ।

কেন্দ্রীয় সহযোগিতা মন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদযাপনের সময়ই সরকার একটি নতুন সমবায় নীতি শুরু করবে, যা ভারতের গ্রামীণ সমাজকেও উৎসাহিত করবে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৯১ শতাংশ গ্রামে ছোট অথবা বড় সমবায় প্রতিষ্ঠান কাজ করছে।' এই অনুষ্ঠানেই অমিত শাহ বলেছেন, দেশের প্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে সহযোগিতা (মন্ত্রক)। তাঁর আহ্বান, 'আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন করে রূপরেখা তৈরি করতে হবে, কাজের পরিধি প্রসারিত করতে হবে এবং স্বচ্ছতা আনতে হবে।'

এদিন বক্তব্যের শুরুতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে স্মরণ করেছেন অমিত শাহ। বলেছেন, 'পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে দিয়েই আজ শুরু করতে চাই। কারণ আমার মতো অনেক কার্যকর্তার সহযোগিতায় আসার প্রেরণার মূল স্থান হল দীনদয়াল জি''র অন্ত্যোদয়ের নীতি।'

গরুখুঁটি হিংসায় জড়িত কলেজ শিক্ষক সহ পাঁচজন চিহ্নিত, উস্কানিদাতা পিএফআই, বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : দরং জেলার অন্তর্গত সিপাঝাড় রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত ধলপুরের গরুখুটি গ্রামে সংগঠিত হিংসায় প্ররোচনার জন্য এখন পর্যন্ত ছয়জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কলেজ শিক্ষকও রয়েছেন। এছাড়া সংগঠিত হিংসার মূল উস্কানিদাতা পিএফআই (ইসলমিক জঙ্গি সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া), বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, সরকারের কাছে প্রামাণিক তথ্য এসেছে, গত ২৩ তারিখ উচ্ছেদ অভিযান চলাকালীন কতিপয় ব্যক্তি সহিংসতার জন্য মানুষকে উস্কে দিয়েছিলেন। এখানে যাতে উচ্ছেদ অভিযান না চলে সে ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে কথা বলবে বলে এরা দরিদ্র, ভূমিহীন পরিবারের কাছ মোট ২৮ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছিল। ওই সব দরিদ্র মানুষজনকে এরা বলছিল, যে কোনও উপায়ে সরকারকে বুঝিয়ে উচ্ছেদ রদ করবে তারা। কিন্তু যখন তারা উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে মামলা করে তা রদ করতে পারেনি তখন ওই সকল সাধারণ মানুষকে সংঘবদ্ধ করে পুলিশের ওপর লেলিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা জোরের সঙ্গে বলেন, 'আমাদের কাছে সংশ্লিষ্ট ছয়জনের নামে ২৮ লক্ষ টাকা জমা হয়েছে বলে তথ্য সংবলিত গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে। এছাড়া আরও খবর আছে, ভুক্তভোগী পরিবারগুলির কাছে খাদ্য সামগ্রী পাঠানোর নামে পিএফআই-এর জনা-কয়েক সদস্য ঘটনাস্থলে আনাগোনা করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সেদিন মাত্র ৬০টি পরিবারকে উচ্ছেদ করার জন্য প্রশাসন গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ১০ হাজার উন্মত্ত মানুষ চতুর্দিক থেকে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে ঘেরাও করে দুঃসাহসিক আক্রমণ করছে। এই দশ হাজার মানুষ কোথা থেকে এসেছে? প্রশ্ন তুলে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, গোটা ঘটনাক্রম সম্পর্কে সরকার তন্নতন্ন করে অনুসন্ধান করছে, সব বিষয় প্রকাশ্যে আসবে, সরকার হাত গুটিয়ে বসে থাকবে না।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

গ্যালাক্সিতে বিশাল গর্তের সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানীরা

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গ্যালাক্সিতে সুবিশাল গহ্বরের সন্ধান পেলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির দূর থেকে দূরান্তরে খোঁজ চালাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। সেই খোঁজেই সন্ধান মিলল এক সুবিশাল গহ্বর বা গর্তের। গোলাকার গর্তটা আকারে এতই বড় যে এক মাথা থেকে আর এক মাথায় পৌঁছতে সময় লাগবে প্রায় ৫০০ আলোকবর্ষ।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই গর্তের অবস্থান টরাস (বৃষ) এবং পারসিউস রাশির মধ্যে। কোনও এক প্রাচীন সুপারনোভার ফলে ১ কোটি বছর আগে এটির জন্ম বলে মত তাঁদের। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কাছাকাছি এলাকার আণবিক মেঘের (মলিকিউলার ক্লাউড) আকার-আকৃতির থ্রিডি ম্যাপ নিয়ে চর্চা করছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারেন, ওই রহস্যময় গর্তটিকে আবৃত হয়ে রয়েছে পারসিউস এবং টরাসের আণবিক মেঘ দিয়ে, যে এলাকায় তারার জন্ম হয়। এর নাম দেওয়া হয়েছে 'পার-ট শেল' ।দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে প্রকাশিত স্টাডিতে বলা হয়েছে, এতদিন যা তত্ত্ব হিসেবে আলোচিত হত, এবার সেই মলিকিউলার ক্লাউডের প্রথম থ্রিডি অবজার্ভেশনাল ভিউ পাওয়া যাবে। হার্ভার্ড অ্যান্ড স্মিথসোনিয়ান-এর সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই নতুন আবিষ্কার থেকে বোঝা যাচ্ছে, পারসিউস এবং টরাসের আণবিক মেঘ মহাকাশের স্বাধীন কাঠামো নয়। একই সুপারনোভার শকওয়েভের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে দুটো।

অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির নিয়োগ কেলেংকারির নয়া মোড়, গ্রেফতার ১০ অভিযুক্তকে আদালতে পেশ

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নয়া মোড় নিয়েছে অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (এপিডিসিএল)-র টাকার বিনিময়ে নিয়োগ (ক্যাশ ফর জব) কেলেংকারির। গতকাল মধ্যরাত পর্যন্ত একই সময়ে গুয়াহাটির দিশপুর, বশিষ্ঠ, হাতিগাঁও, লতাশিল, সাতগাঁও এবং জালিকবাড়ি থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে হানা দিয়ে মোট দশজনকে গ্রেফতার করেছে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখার পৃথক পৃথক ছয়টি দল। তবে মূল অভিযুক্ত এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার আতাউর রহমান গা ঢাকা দেওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা যায়নি। ধৃতদের আজ গুয়াহাটিতে কামরূপ মেট্রো মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হয়েছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত চলছে শুনানি পর্ব। ২০১৯ সালে ১,৬০০টি ফিল্ড অ্যাসিস্টেন্ট পদের জন্য লিখিত পরীক্ষা নিয়েছিল এপিডিসিএল। কিন্তু পরবর্তীতে ওই পরীক্ষায় ব্যাপক অসংগতি হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ফলে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে সংগঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এপিডিসিএল কর্তৃপক্ষের এক সমঝোতা চুক্তি হয়।

এদিকে সমঝোতা চুক্তি সম্পাদিত হলেও উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখির নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি), ৪২০, ৪৬৮, ৪৭১ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৭/১৩ (১)(এ) ধারায় ০৪/২০২১ নম্বরে মামলা রুজু করে গতকাল সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত গুয়াহাটির ছয় স্থানে অভিযান চালিয়ে দশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে।

যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ২০০৬ সাল থেকে এপিডিসিএল সহ এজিসিএল এবং এপিজিসিএল-এর ওএসডি দীপাঙ্কর দিহিঙিয়া। তাঁকে দিশপুর থানাধীন ডাউন টাউন এলাকায় অবস্থিত নিজের বাড়ি থেকে রাতে গ্রেফতার করেছেন মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, এপিডিসিএল-এর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার জন্য নিজের প্রভাব খাটিয়ে 'নেইকম ইমপ্রেশনস নামের এক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এছাড়া লক্ষেশ্বর এলাকায় অভিযান চালিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা গ্রেফতার করেছেন শশাঙ্ক শইকিয়াকে। তাঁকে নিয়ে রাতেই গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যান তদন্তকারী অফিসাররা। সেখানে একজন সিকিউরিটি গার্ড বেবিলন কাকতি এবং ত্রিদিব শর্মাকে গ্রেফতার করা হয়।

এই চারজন ছাড়া 'নেইকম ইমপ্রেশনস-এর কঙ্কন শর্মা, কৌশিক দাস, বিশ্বজিৎ বর্মণ, দুলুমণি ডেকা, জয়ন্ত ডেকা এবং ফারহা আলমকে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখার অফিসাররা গ্রেফতার করেন। তবে টাকার বিনিময়ে চাকরি কেলেংকারির মূল অভিযুক্ত এপিডিসিএল-এর চিফ জেনারেল ম্যানেজার আতাউর রহমানকে তাঁর বাড়িতে না পাওয়ায় তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তবে তাঁকে গ্রেফতার করতে জাল বিছিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর দুর্নীতি দমন শাখা।

কাছাড়ের বিক্রমপুর সমবায় সমিতির সাড়ে ৫৩ লক্ষ টাকা হাপিসের অভিযোগে সচিবের বিরুদ্ধে, এফআইআর বিভাগীয় পরিদর্শকের, ফেরার অভিযুক্ত সঞ্জয়

বিহাড়া (অসম), ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ২৩ লক্ষ ৪৫ হাজার মূল্যের ৬৭০ কুইন্টাল চাল, ডিলারদের কমিশনের ৩০ লক্ষ টাকা হাপিস করার পাশাপাশি বিধবা মহিলাদের ২০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে কাছাড়ের বিক্রমপুর সমবায় সমিতির সচিব সঞ্জয় বর্মণের বিরুদ্ধে কাটিগড়া থানায় এফআইআর দাখিল করেছেন খাদ্য ও অসামরিক দফতরের ইনস্পেক্টর মিনার হুসেন।

এছাড়া চলতি সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ছয় মাসের আটা হাপিস করার পাশাপাশি ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত ন্যায্য মূল্যের দোকানির বরাদ্দকৃত কমিশনের মোট ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা এবং বিধবা মহিলার সঙ্গে প্রতারণা করে ২০ হাজার টাকা ঘুষ আদায় করেছেন সচিব। তাই এ সব অভিযোগের ভিত্তিতে ইনস্পেক্টর মিনার হুসেন বৃহৎ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সমবায় সমিতির যাবতীয় নিয়ম ভঙ্গ করার দায়ে সচিবের বিরুদ্ধে অ্যাসেনশিয়াল কমোডিটিস অ্যাক্ট ১৯৫৫-এর ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আর্জি জানিয়েছেন এফআইআরে।

খাদ্য ও অসামরিক বিভাগের দুই ইনস্পেক্টর মিনার হুসেন, ডি পাঠক এবং সাব-ইন্সপেক্টর রাজীব দাস গত ২০ সেপ্টেম্বর বিক্রমপুর সমবায় সমিতিতে সরেজমিনে তদন্ত করতে গিয়ে সচিব সঞ্জয় বর্মণের বিস্তর গাফিলতি ও সরকারি বরাদ্দাকৃত খাদ্য সামগ্রীর ব্যাপক নয়ছয় করেছেন বলে ধরেছেন। বৃহৎ এলাকার ঐতিহ্যবাহী সমিতিকে কার্যত দেউলিয়াপনা ও দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছেন সচিব সঞ্জয় বর্মণ।

সরকারি বরাদ্দকৃত চাল ও গণবণ্টনের খাদ্য সামগ্রীগুলো নিজের মর্জিমতো পৈত্রিক সম্পত্তির মতো তছরুপ করেছেন দুর্নীতির সর্দার সচিব সঞ্জয় বর্মণ। লাগামহীন দুর্নীতি সংগঠিত করে গা ঢাকা দিয়েছেন সচিব সঞ্জয়। দীর্ঘদিন থেকে কার্যালয়ে গরহাজির সচিব সঞ্জয় বর্মণ। জনগণ সমিতিতে গেলে সচিবের টিকির নাগাল পান না বলেও বিস্তর অভিযোগ উঠেছে সর্বত্র। এমন-কি তাদের পরিদর্শকালেও সচিব অনুপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে সমবায়ে মূল্য তালিকা ও স্টক বোর্ড পাওয়া যায়নি। সমিতির চেয়ারম্যান হুরমত আলি সহ সেলসম্যানদের উপস্থিতিতে তদন্তকারী আধিকারিকরা সমিতির হিসাব-নিকাশের খাতা তথা প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রও খোঁজে পাননি।

চেয়ারম্যান ও সেলসম্যানরা লিখিতভাবে ইন্সপেক্টরদের জানান, সমিতির যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সচিব সঞ্জয় বর্মণ নিজের হেফাজতে রেখেছেন। চেয়ারম্যান আরও জানান, সচিব সঞ্জয় বর্মণ ব্ল্যাংক চেকের মধ্যে চেয়ারম্যানের অগ্রিম স্বাক্ষর নিয়ে নিজের মর্জিমতো কমিশনের বরাদ্দকৃত সরকারি টাকা, জাতীয় খাদ্য সুরক্ষার চাল, মিড-ডে মিল সহ অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর বহন খরচের টাকা ব্যাংক থেকে তুলে আত্মসাৎ করেন। সমিতির জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে সচিব কখনও চাল পরিবহণের টাকা ন্যায্য মূল্যের ডিলারদের বণ্টান করেন না বলেও অভিযোগ করেন চেয়ারম্যান। অভিযুক্ত সচিব সঞ্জয় বর্মণ গত আগস্ট মাসের বরাদ্দকৃত খাদ্য সুরক্ষা যোজনার ৬৭০ কুইন্টাল চাল, আটা, ভুষি সম্পূর্ণরূপে গায়েব করেছেন বলে লিখিতভাবে জানান চেয়ারম্যান হুরমত আলি। কয়েকজন ডিলার লিখিতভাবে ইন্সপেক্টরদের জানিয়েছেন, গত জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, আগস্ট, সেপ্টেম্বর মাসের বরাদ্দকৃত খাদ্য সুরক্ষার চাল, আটা প্রভৃতি সামগ্রী গায়েব করেছেন সচিব সঞ্জয় বর্মণ। এছাড়া সমিতিতে চাকরি দেওয়ার নামে জনৈক বিধবা মহিলা সুপ্তা চন্দের কাছ থেকে উৎকোচ বাবদ ৮০ হাজার টাকা সাব্যস্ত করে অগ্রিম ২০ সংগ্রহ করেছেন তিনি। বর্তমানে ওই মহিলার কাছ থেকে আরও ৬০ হাজার টাকা চেয়ে নাকি তাগদাও দেন সচিব, সরাসরি অভিযোগ করেছেন চেয়ারম্যান। এভাবে লাগামহীন দুর্নীতি করে গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে সচিব পুরোদমে গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে ইন্সপেক্টরদের জানিয়েছেন চেয়ারম্যান হুরমত আলি।

পরে দুর্নীতিবাজ সচিবের উদ্দেশ্যে পরের দিন অর্থাৎ ২১ সেপ্টেম্বর সমিতিতে যাবতীয় নথিপত্র নিয়ে উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করে সেইলসম্যান মারফৎ নোটিশ পাঠিয়েছিলেন ইনস্পেক্টর। কিন্তু কাজ হয়নি। উধাও হয়ে যান সচিব সঞ্জয় বর্মণ।

বিক্রমপুর সমবায় সমিতির কার্যালয়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় ১, ৭৭০ কুইন্টাল ১০ কেজি চাল বাজেয়াপ্ত করে বর্তমানে জাটিঙ্গা সমবায় সমিতির হেফাজতে রাখা হয়েছে বলে এফআইআরে উল্লেখ করেছেন খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের ইনস্পেক্টর মিনার হুসেন।

অভিযুক্ত সচিবের বেপরোয়া মনোভাবের জন্য দীর্ঘদিন থেকে সুলভ মূল্যের চাল, আটা, ভুষি কোনও কিছুই সঠিকভাবে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছাচ্ছে না। এমন-কি সরকারি বিনামূল্যের বরাদ্দকৃত সামগ্রীই জুটছে না জনগণের ভাগ্যে।

সমস্ত ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করে আলাদাভাবে এফআইআরের প্রতিলিপি কাছাড়ের জেলাশাসক ও অতিরিক্ত জেলাশাসক (খাদ্য ও সরবরাহ)-এর কাছে প্রেরণ করেছেন ইনস্পেক্টর মিনার হুসেন।

হিন্দুস্থান সমাচার / বিশু / সমীপ

সমগ্র বিশ্ব জানে সন্ত্রাসবাদে মদত দেয় পাকিস্তান, রাষ্ট্রপুঞ্জে তোপ ভারতের

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাস নিয়ে ফের পাকিস্তানকে তুলোধনা করল ভারত। রাষ্ট্রপুঞ্জের বার্ষিক সাধারণ সভায় ভারতের ফার্স সেক্রেটারি স্নেহা দুবে কড়া ভাষায় পাকিস্তানের সমালোচনা করলেন। বললেন, সমগ্র বিশ্ব জানে সন্ত্রাসবাদে মদত দেয় পাকিস্তান। একইসঙ্গে ভারতের ফার্স সেক্রেটারি জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। বক্তব্যে কাশ্মীর ইস্যু তুলে ধরেন তিনি। পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে শান্তি চায় বলে দাবি করে ইমরান বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর বিরোধ নিষ্পত্তির উপর দক্ষিণ এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি নির্ভর করছে।'

রাষ্ট্রপুঞ্জে পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বক্তৃতার পরেই স্নেহা তাঁর বিরোধিতায় বলেন, "যে সব জঙ্গি সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তার মধ্যে সব থেকে বেশি সংগঠন পাকিস্তানের মাটি থেকেই নাশকতা চালায়। এই রেকর্ড তাদের দখলেই রয়েছে। ওসামা বিন লাদেনকে তারা আশ্রয় দিয়েছিল। পাক সরকার তাঁকে শহিদের মর্যাদাও দিয়েছে। তাই শান্তির বার্তা পাক প্রধানমন্ত্রীর মুখে মানায় না।" স্নেহা আরও বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বার বার বিশ্বের সামনে ভারত নিয়ে পাকিস্তান মিথ্যে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু গোটা বিশ্ব জানে সন্ত্রাসবাদে মদত দেয় পাকিস্তান।" স্নেহা দুবে আরও জানান, 'জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে এবং থাকবে। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের অবৈধভাবে দখলে থাকা এলাকাও। আমরা পাকিস্তানকে অবিলম্বে অবৈধভাবে দখলে রাখা সমস্ত এলাকা খালি করার জন্য বলছি।'

মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী অনিলকে সমন ইডি-র, মঙ্গলবার হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অর্থ তছরুপ মামলায় মহারাষ্ট্রের পরিবহন মন্ত্রী এবং শিবসেনা নেতা অনিল পরবকে ফের সমন পাঠালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। আগামী মঙ্গলবার, ২৮ সেপ্টেম্বর তাঁকে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এর আগে গত ৩১ আগস্ট অনিল পরবকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। সেবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি তিনি। সময় চেয়েছিলেন, তাই ফের সমন পাঠানো হয়েছে অনিলকে।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে তোলা আদায়ের যে অভিযোগ রয়েছে, সে বিষয়েই অনিল পরবকে জেরা করতে চাইছে ইডি। ইডি-র এই সামনের প্রেক্ষিতে অনিল পরবের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, অনিল পরবকে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজিরা দেওয়ার জন্য সমন পাঠালো ইডি।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

এইমস ভারতের হেলথ সেক্টরের "লাইটহাউস" : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এইমস-কে ভারতের হেলথ সেক্টরের "লাইটহাউস" আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। শনিবার অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন, এইমস-এর প্রতি মানুষের প্রচুর বিশ্বাস রয়েছে, তাই রাজ্য-স্তরে চাহিদাও বাড়ছে। এইমস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লিতে এদিন একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে মনসুখ মান্ডব্য ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ভর্তি প্রবীণ পওয়ার এবং দিল্লি এইমস-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন, বর্তমানে ২২টি এইমস-এর উদ্বোধনের কাজ চলছে।....স্বাস্থ্য এবং উন্নয়নকে একত্রিত করা দেশের ঐতিহ্য ছিল না, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর সুস্থ ভারত ভিশনে তা করে দেখিয়েছেন। আমরা স্বাস্থ্য বাজেট বাড়িয়ে ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকা করেছি।' এইমস-এর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দিল্লি এইমস-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া বলেছেন, """বিগত ৩ বছরে, আমাদের প্রাপ্তির জন্য এইমস দিল্লি আবারও দেশের মধ্যে প্রথম মেডিকেল কলেজ হিসাবে স্থান পেয়েছে।'

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির মা প্রয়াত

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রয়াত হলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির মা কল্পকম ইয়েচুরি। শনিবার দিল্লিতে তিনি প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুখেভুগছিলেন কল্পকম। মরনোত্তর দেহদান করেছিলেনতিনি। শনিবার মৃত্যুর পর দিল্লির এক সরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃতদেহ দান করা হয়েছে। চলতি বছরের ২২ এপ্রিলকরোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন সীতারামের বড় ছেলে আশিস। সীতারামের মায়ের মৃত্যুতে শোকবার্তা প্রকাশ করেছে সিপিএম।

প্রয়াত জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা স্বপন চক্রবর্তী, শোকবার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রয়াত হলেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা স্বপন চক্রবর্তী। শোকবার্তায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক স্বপন কুমার চক্রবর্তীর প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর।

যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা ছাড়াও তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির ডিরেক্টর জেনারেল এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের সেক্রেটারি ও কিউরেটরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শিক্ষা জগতের অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি স্বপন কুমার চক্রবর্তীর পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমেরিকা ও ভারত সমস্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ : বাইডেন

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত ও আমেরিকা সমস্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠকের পর জানিয়ে দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে বাইডেন জানিয়েছেন, আমেরিকা-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলাম আমরা। আমেরিকা সফরে গিয়ে সে দেশের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন মোদী। ওই বৈঠকে ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বীজ বপন করা হয়েছে।

হোয়াইট হাউসে মোদী-বাইডেন বৈঠকের পর তাঁরা কোয়াড নেতাদের বৈঠকে অংশ নেন। চতুর্দেশীয় অক্ষ বা কোয়াড বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন ৪ দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা। পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন টুইট করে জানিয়েছেন, 'আমেরিকা-ভারত সম্পর্কের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলাম আমরা। আমাদের দু''টি দেশ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র এবং আমরা সমস্ত কঠিন চ্যালেঞ্জ একসঙ্গে মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাইডেনকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ মোদীর, ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। আমরা অবশ্যই আশা করছি যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ভারত সফরে আসবেন।' তিন-দিনের সফরে এখন আমেরিকায় রয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৈঠকে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বাইডেনের সঙ্গে কথোপকথোনের মধ্যেই তাঁকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

তারুণ্য যদি ফিট, তাহলে ভারতও সুস্থ : অনুরাগ ঠাকুর

লেহ, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখের লেহ-তে আলটিমেট লাদাখ সাইক্লিং চ্যালেঞ্জ ২০২১-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব"-এর অধীনে শনিবার সকালে লেহ-র খারোতে সাইকেল র‍্যালির সূচনা করেছেন অনুরাগ ঠাকুর। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বার্তা, 'আসুন ভারতকে সুস্থ করে তুলি। তারুণ্য যদি ফিট হয়, তাহলে ভারতও ফিট হবে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন জানান, 'স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাইকেল র‍্যালিতে মানুষের অংশগ্রহণ দেখে ভালো লাগছে।' অন্যদের উজ্জীবিত করার জন্য এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিজেও সাইকেল র‍্যালিতে অংশ নেন। লাদাখের লেহ-তে ১১ হাজার ফুট উচ্চতায় সাইকেল চালান তিনি। সাইকেল চালিয়েছেন লাদাখের সাংসদ জমিয়াং সেরিং নামগিয়াল। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, শক্তি বাড়িয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে নিম্নচাপ

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শক্তি বাড়িয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া গভীর নিম্নচাপ। বিগত ১২ ঘণ্টায় আরও শক্তি সঞ্চয় করেছে এই নিম্নচাপ, রবিবারই তা ওডিশা উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে। পাশাপাশি শনিবার পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, মঙ্গলবারের মধ্যে তা ওডিশা ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে স্থলভাগে আছড়ে পড়তে পারে। দুইয়ের প্রভাবে রবিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টি হয়নি। আকাশ ছিল রোদ ঝলমলে, কিন্তু শনিবার সকাল থেকেই কলকাতা ও লাগোয়া জেলার আকাশ ছিল মেঘাছন্ন। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, রবিবার থেকেই উপকূল লাগোয়া জেলা অর্থাৎ দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলিতে রবিবার থেকেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় বৃষ্টি বাড়বে মঙ্গলবার। সে দিন শহরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু কলকাতা নয়, মঙ্গলবার থেকে দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টি হবে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার থেকে মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা ইতিমধ্যে চলে গিয়েছেন, তাঁদের শনিবারের মধ্যে ফিরে আসার কথা বলা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ৬ কেজি ৭১২ গ্রামে সোনা পাচারের চেষ্টা, ধৃত ৫

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা পাচার করতে গিয়ে হাতেনাতে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল কাস্টমসের বিশেষ দল। উদ্ধার হয়েছে ৬ কেজি ৭১২ গ্রাম সোনার বাট। যার আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কেষ্টপুর এলাকায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে জেলার তদন্তকারী সংস্থা। রাজস্ব দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের নাম অখিল মোরাল(৫২), আশিষ কুমার দত্ত (৪৬),উত্তম কুমার দত্ত (৫৫), দীপেশ কুমায় ঘোষ (৪২) ও অতুল দাস (৪৩)। এদের প্রত্যেকে বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি থানা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মালদা বহরমপুর ও শিলিগুড়ি রাজস্ব দফতরের যৌথ উদ্যোগে মালদার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জহুরা তলার কেষ্টপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে একজনকে গ্রেফতার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আরও চারজনের নাম উঠে আসে।

সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। একাত্ম মানবতাবাদের প্রতীক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনাদর্শকে প্রত্যেকের জীবনে লাগু করতে পারলেই প্রক'ত শ্রদ্ধা'লি নিবেদন করা হবে। একাত্ম মানবতাবাদের ভাবনাতেই সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমস্ত সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের জীবনমান উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে। আজ রাণীরবাজারের গীতা'লি হলে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিরা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিক'তিতে মালা পড়িয়ে শ্রদ্ধা'লি নিবেদন করেন। ভারতীয় প্রাচীন ক'ষ্টি সংস্ক'তির উপর আস্থা রেখে কোন ভুল ব্যবস্থার প্রতি আপোষ না করার জন্য এদিনের অনুষ্ঠানে পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আরও বলেন, বিগতদিনে রাজ্যে একটি ভিন্ন মানসিকতার প্রচারে অগ্রাধিকার ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সঠিক রাজ সত্তা নির্ভুল ইতিহাস তৈরি করে। দেশ বিদেশী শাসনমুক্ত হলেও কায়েমি মানসিকতা পোষণকারীদের জন্য ভারতবর্ষের নিজস্ব ক'ষ্টি, সংস্ক'তি ও ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছিল। বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তি জীবনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সমাপ্তি ঘটিয়ে সমস্ত অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো হচ্ছে। দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে, সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এরই ফলশ্রতিতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অতি সম্পতি ১ লক্ষ ৫৯ হাজার পাকা ঘর, কোন ধরণের দলীয় স্বার্থ বিচার না করেই সমস্ত সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। আরও ৭০ হাজার ঘর প্রদানের প্রক্রিয়া চলছে। সমস্ত সুবিধাভোগীরাই আবাস যোজনায় ঘর পাবেন। এটাই প্রধানমন্ত্রীর সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাসের নীতি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড টিকাকরণে ইতিমধ্যেই নজির গড়েছে ত্রিপুরা।তবে ১৮ বছরের নীচে ছেলেমেয়েদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে, মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব, সুস্থ কৈশোর প্রকল্পের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাময়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে প্রত্যেক বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয়জল ২০২২-এর ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে সরকার। এই কাজে দ্রত সাফল্য আনার লক্ষ্যে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নাগরিক পরিষেবা প্রদান সরকারের অন্যতম গুরুত্বের ক্ষেত্র।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করে তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ইতিহাসে এমন কিছু মহান ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যাঁরা অমর হয়ে থাকেন। তাঁদের জীবন-আদর্শ ও চিন্তাধারা আমাদের প্রেরণা দেয়। তাঁদের প্রয়োজনীয়তা আমরা সবসময় অনুভব করি। তিনি বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় হলেন ভারতবর্ষের বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর চিন্তাধারা ও মতবাদ অনেকটাই মহাত্মা গান্ধীর মত। তিনি ভারতবর্ষকে ভারতীয়তার ঐতিহ্যে ও সংস্ক'তির মহান পরম্পরায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে গেছেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদের সদূরপ্রসারি প্রভাব রয়েছে। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী বলেন, বিশ্বে অনেক মনিষীর অনেক মতবাদ রয়েছে কিন্তু আমাদের সেই মতবাদেই আস্থা রাখতে হবে, যে মতবাদের দ্বারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদের উপর ভিত্তি করেই দেশ পরিচালনা করছেন ও বিশ্বের দরবারে ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য, ক'ষ্টি ও সংস্ক'তিকে তুলে ধরেছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্য আলোচক ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারি অধ্যাপক ড. অরবিন্দ মাহাতো বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ভারতবর্ষের চিন্তাধারা একাত্ম মানবতাবাদের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পুঁজিবাদ বা মার্কসিজমের মাধ্যমে ভারতবর্ষের উন্নয়ন হতে পারে না। ভারতীয় সমাজের উত্তরণে একাত্ম মানবতাবাদই একমাত্র পথ। তিনি আরও বলেন, ভারতে সম্পতি নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল ভিত্তিই হল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানবতাবাদ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস বলেন, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের কাছে দেশের মনিষীদের মতবাদ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর কাজ করছে। মনিষীদের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা'লি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সাংস্ক'তিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুভাষ দেব, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবনক'ষ্ণ আচার্য, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

দেখিয়েছেন। এ বছরের জুলাই মাসে যাত্রা শুরু করে কলকাতা হয়ে দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই, ব্যাঙ্গালোর এবং সেখান থেকে সোজা লাদাক জম্মু-কাশ্মীর এককথায় সমগ্রদেশের মুখে তার সাইকেলের চাকার দাগ কেটেছেন বাপি দেবনাথ। তার সাথে রাজ্যের নাম গর্বের সহিত প্রচার করেছেন সমস্ত দেশে। তিন মাসের এই গৌরবময় অধ্যায় পার করে শেষ পর্যন্ত শুক্রবার রাজ্যের বুকে পা রাখলেন বাপি, আর পা রেখেই সোজা চললেন মা ত্রিপুরেশ্বরী আশীর্বাদ নিতে। সঙ্গী সেই বাইসাইকেল। রোমাঞ্চকর যাত্রার বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে তিনি কথা বলেছেন আমাদের সাথে। কিভাবে দক্ষিণ ভারতের মাতৃভাষার প্রচার করেছেন। কিভাবে রাজ্যের উপজাতি অংশের মানুষের চিরাচরিত পোশাকের প্রশংসা শুনেছেন দেশের মানুষের মুখে। আবার কিভাবে কাশ্মীরের দুর্গম হিমালয়ে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন বাপি দেবনাথ।রাজ্যে সাইকেলিং এর জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোন প্রকার সহযোগিতা না থাকলেও নিজস্ব উদ্যোগে এ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বাপি। আর তার এই যাত্রায় তিনি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বন ধ্বংসের বিরুদ্ধে প্ল্যাকার্ড লাগিয়েছেন তার সাথে। করোনার সাথে দেশের যুদ্ধকেও তিনি দৃঢ়তার সহিত উদযাপন করেছেন তার এই অনন্য যাত্রায়। আগামী দিনের সরকারি সহযোগিতা পেলে সাইকেলিং -এ বিশ্ব রেকর্ড করতে চান বাপি। তিনি ছয় হাজার কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে এই অনন্য নজির তিনি করতে চান। আমাদের বিশ্বাস এর অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করে বাপি দেবনাথ সমগ্র বিশ্বে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্মজয়ন্তী উৎযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর/ বক্সনগর/ শান্তিরবাজার, ২৫ সেপ্টেম্বর।। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্মজয়ন্তী উৎযাপন রাজ্যের সাথে গোমতি জেলাতেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। শনিবার সকালে উদয়পুর মহকুমা খিলপাড়ায় স্বপ্নের দিশারি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে এবং নেহেরু যুব কেন্দ্র গোমতী জেলার সহযোগিতায় ফিট ইন্ডিয়া দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ফিট ইন্ডিয়ার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, নেহেরু যুব কেন্দ্রের গোমতী জেলার কো অর্ডিনেটর সুস্মিতা রায় সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।অনুষ্ঠানের শুরুতে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। এই দিনটি উৎযাপনের তাৎপর্য সকলের সামনে তুলে ধরেন। সবশেষে সবুজ পতাকা নেড়ে দৌড় প্রতিযোগিতার সূচনা করেন অতিথিরা। এদিন এই দৌড় প্রতিযোগিতায় স্থানীয় যুবক যুবতীদের অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতি জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে উদয়পুর রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় মহকুমা ভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ১০৫ তম জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য শনিবার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন ৩০ বাগমা বিধান সভা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী প্রবীর,দাস, প্রাক্তন শিক্ষক তথা সৈনিক সমীর চক্রবর্তী, গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের গোমতি জেলা কার্যালয়ের তথ্য আধিকারিক মনোজ দেববর্মা। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সাধারন মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যণীয়। বক্তারা পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিজেপির মানবতাবাদের স্রষ্টা পণ্ডিত দীনদয়াল র ১০৫ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন দিবস উপলক্ষে ২০ বক্সনগর মন্ডল এর উদ্যোগে শনিবার বিকাল ৪ ঘটিকার সময় বক্সনগর মিনি স্টেডিয়াম মাঠে বিবাহিত ও অবিবাহিত দুই পক্ষের মধ্যে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রীতি ফুটবল ম্যাচের অনুষ্ঠানে সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণাংশের বিজেপি সভাপতি দেবব্রত ভট্টাচার্য,২০ বকসনগর মন্ডলের সভাপতি সুভাষ সাহা,মণ্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।ম্যাচটি শুরু হওয়ার আগে প্রথমে খেলোয়াড়দের সাথে পরিচয়পর্ব শেষ করে বিকাল চার ঘটিকার সময় জেলা সভাপতির ফুটবলে কিক করে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন। খেলার ফলাফল হয়েছিল বিবাহিত ২,অবিবাহিত২ গোলে। সুতরাং খেলা ছিল সমান সমান।পরবর্তী সময়ে খেলোয়ারদের হাতে মন্ডলের তরফ থেকে পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল।

দীর্ঘদিন পরে বক্সনগর মিনি স্টেডিয়াম ফুটবল খেলা হওয়ায় দর্শকের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

শান্তির বাজার পুরাতন হাসপাতাল রোড সংলগ্ন এলাকায় হয় মহকুমা ভিত্তিক পন্ডীত দিনদয়াল উপাধ্যায় এর জন্মজয়ন্তী। যথাযথ মর্যাদার সহিত শান্তির বাজার মহকুমা ভিত্তিক পণ্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। শান্তির বাজার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিবেকানন্দ ক্লাবের যৌথ উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার পুরাতন হাসপাতাল রোড সংলগ্ন এলাকায় এই অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও বিবেকানন্দ ক্লাব কতৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বগাফা ব্লকের বি এ সি চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সিমিতর চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস, শান্তির বাজার মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধীকারিক রক্ষিত দেবর্বমা, শান্তির বাজার পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, প্রাক্তন কাউন্সিলার শ্যামলাল দেবনাথ, প্রাক্তন কাউন্সিলার স্বপ্না বৈদ্য সহ ক্লাবের সদস্যরা। পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা পন্ডীত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনের বিভিন্ন তথ্য সকলের সামনে উপস্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থান থেকেও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্ম বার্ষিকী পালনের খবর মিলেছে।

৩০-হাজার ছুঁইছুঁই দৈনিক সংক্রমণ, ভারতে করোনায় মৃত্যু আরও ২৯০ জনের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের কিছুটা কমে গেল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ৬১৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৯০ জনের, আগের দিনের তুলনায় কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ২৮,০৪৬ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৭৮ শতাংশ, ২০২০ সালের মার্চ মাসের পর সর্বোচ্চ সুস্থতার হার। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,০১,৪৪২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,২৮০ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,৯২,৪২১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২৯,৬১৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ ২৪ হাজার ৪১৯ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৯০ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৮৪.৮৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮৪ কোটি ৮৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১৬০ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭১ লক্ষ ০৪ হাজার ০৫১ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৬,৬৫৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

ভারতে আরোগ্যের সংখ্যা আরও বাড়ল, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৮,০৪৬ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২৮,৭৬,৩১৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৭৮ শতাংশ। কেরলের করোনা-পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণের বাইরেই, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৭,৯৮৩ জন। এই সময়ে দক্ষিণী রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ১২৭ জনের।

ব্যক্তির

● প্রথম পাতার পর

পরিষেবা পেলে মৃন্ময় কান্তি দাস বেঁচে যেতো। মৃন্ময় কান্তি দাস পেশায় ঔষধ বিক্রেতা ও ক্যাবেল ব্যাবসায়ী ছিলো বলে জানা যায়। প্রয়াতের স্ত্রী ও পাঁচ বছরের এক সন্তান সহ পরিবারের লোকজন এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। মৃন্ময় কান্তি দাসের অকাল প্রয়ানে সমগ্র এলাকায় শোকের ছায়া নেমেএসেছে।

আত্মনির্ভর

● প্রথম পাতার পর

ছাড়াই মেধার ভিত্তিতে নিজেদেরকে প্রমাণ করেছেন সেই তালিকাতেই সরকারের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যতিক্রমী কাজের মধ্য দিয়েই মানুষের মনে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব। ব্যক্তি নয় কাজের গুরুত্বই সবচাইতে বেশি। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূলতাকে জয় করে জনকল্যাণের পথ বের পারলেই স্বার্থকতা মিলবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুযোগ সব সময় আসে না। বর্তমানে রাজ্যে একটি ইতিবাচক বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই সুযোগকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারলে সার্থকতা আসবে। অফিসার থেকে অন্ত্যোদয়, রাজনৈতিক পক্ষ বা প্রতিপক্ষ, এই সরকার জনতার সরকার। ত্রিপুরায় অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়ন কর্মসূচির সুফল পৌঁছে দেওয়াই আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতেও টিসিএস আধিকারিকগণ নিষ্ঠার সাথে কাজ করে সমগ্র দেশের মধ্যে নজির তৈরি করেছেন।

সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেন ও একটি স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন। এদিন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে সাত লক্ষ টাকার একটি চেক মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পারবে

● প্রথম পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের লম্ফজম্ফ কংগ্রেসের মাটি হয়ত আলাদা করতে পারবে। তাতে আখের লাভ হবে না। কংগ্রেসের একটি নির্দিষ্ট ভোট রয়েছে। রাজনীতি ছেলে খেলা নয়। রাজনৈতিক নেতাদের সবচেয়ে বড় অলংকার হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যতা। যারা এই বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে এদল ওদল পাল্টেছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা নেই। দলের মূল স্রোতে মিশতে পারবে না। এরাজ্যের কংগ্রেসের রাহুমুক্তির ইতিহাস যেমন আছে তেমনি কংগ্রেসের নতুন করে স্বপ্ন দেখারও সুযোগ আছে। বর্তমানে কংগ্রেসক্ষমতা দখলের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা নিতে পারে।

নিগম

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন। এরেই প্রতিবাদে তারা প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়। অবিলম্বে বিষয়টির সুরাহা করার জন্য মাংস ব্যবসায়ীরা দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু, এলাকাবাসীর গুরুতর অভিযোগ এইসব মাংস ব্যবসায়ীরা প্রকাশ্যে প্রাণী জবাই করে মাংস বিক্রি করছে। তাছাড়া অপরিস্কার অবস্থায় রাখা হয় এলাকাটি।

মামলা

● প্রথম পাতার পর

সামাজিক মাধ্যমে তোলে ধরেন। ওই ছবিতে তৃণমূল কংগ্রেসের দেবাংশু ভট্টাচার্য অত্যন্ত কুরুচিপূর্ন এবং মানহানিকর মন্তব্য করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নিজ অঞ্চলের সিভিল সার্ভিস ক্যাডাররাই আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হবেন : আইএএস সোনাল গোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। নিজ অঞ্চলের সিভিল সার্ভিস ক্যাডাররাই আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হবেন। ফলে, উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে অধিক মাত্রায় সিভিল সার্ভিস ক্যাডার উঠে আসলে তবেই তাঁরা এই অঞ্চলের প্রকৃত উন্নতিতে স্বাক্ষর রাখতে পারবেন। অনেকটা এভাবেই মতামত ব্যক্ত করলেন ত্রিপুরা ক্যাডারের আইএএস সোনাল গোয়েল।

সম্প্রতি ত্রিপুরার দুই প্রত্যাশী সুমিত পাল এবং ধীমান চাকমা ইউপিএসসি-র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বরিষ্ঠ আইএএস আধিকারিক সোনাল গোয়েল। তিনি বলেন, ইউপিএসসি-তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দুই প্রত্যাশীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা সত্যিই খুব আনন্দের। তাঁর মতে, এই সাফল্য শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের সেবায় যুব প্রজন্মের কাছে সুযোগ এনে দেওয়ার জন্য সিভিল সার্ভিস একমাত্র মঞ্চ। কারণ, ওই মঞ্চের সহায়তায় দেশ গঠনে তাঁদের সরাসরি অংশিদারিত্ব নিশ্চিত হবে। তাঁর মতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চল থেকে যত বেশি মানুষ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবেন, এই অঞ্চলের উন্নতিও তত বেশি হবে। কারণ, নিজ অঞ্চলের মানুষ একমাত্র আঞ্চলিক সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। তাতে, সরকারের অনেক সুবিধা হবে।

তিনি বলেন, যুব প্রজন্মের কাছে বিভিন্ন সুবিধা এনে দেবে সিভিল সার্ভিস। সাথে তিনি যোগ করেন, যুব প্রজন্মের ইউপিএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার ঘটনা রাজ্যের শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রমাণ দিচ্ছে।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়ের' পথে ভারত এগিয়ে যাচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ভাষণ দেওয়ার সময় বলেন যে, ভারত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের "অন্ত্যোদয়ের" দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সকলের জন্য সমন্বিত ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন নিশ্চিত করছে।

নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আজকে একাত্ব মানবদর্শনের পথিকৃৎ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী। একাত্ব মানবদর্শন অর্থাতস্ব থেকে সামষ্টিক পর্যন্ত বিকাশ এবং সম্প্রসারণের যাত্রা।

তিনি বলেন যে ব্যক্তি থেকে সমাজ, জাতি এবং সমগ্র মানবতার দিকে চলে যাওয়া হচ্ছে আত্মার বিস্তার। এই ধ্যান অন্ত্যোদয়কে উৎসর্গ করা হয়েছে। অন্ত্যোদয়কে আজকের সংজ্ঞায় বলা হয়, যেখানে কেউ পিছিয়ে নেই। এই চেতনা নিয়েই ভারত আজ একীভূত ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এদিনের সভায় ভারতের উন্নতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি গণতন্ত্রের মহান পীঠস্থানের প্রতিনিধিত্ব করছি। ভারত হল গণতন্ত্রের মা। আমাদের হাজার বছর ধরে গণতন্ত্রের একটি মহান ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের বৈচিত্র্য আমাদের শক্তিশালী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। একটি দেশ যেখানে কয়েক ডজন ভাষা, শত শত উপভাষা, বিভিন্ন জীবনধারা এবং রন্ধনপ্রণালী রয়েছে। এটি ভাইব্রেন্ট ডেমোক্রেসি এর একটি উদাহরণ।

এদিনের বক্তব্যে ভারতের উন্নয়ন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, সকলের জন্য উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। ভারতে উন্নয়ন হলে সারা বিশ্বে হবে। ভারতে সংস্কার হলে বিশ্ব বদলাবে। আমরা দেশের ৬ লক্ষের বেশি গ্রামে ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপিং করছি। গৃহহীনদের জন্য ৩ কোটি পাকা ঘর তৈরি হয়েছে। ৪৩ কোটি মানুষের অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। ভারতীয়ের উন্নয়ন হলে পৃথিবীরও উন্নয়ন হবে। ৩৬ কোটির বেশি মানুষকে বিমার আওতায় আনা হয়েছে। উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত।

ভারত বন্‌ধের সমর্থনে সিপিএমের প্রচার কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটি আগামী ২৭সেপ্টেম্বর ভারত বনধকে কেন্দ্র করে রাজধানী আগরতলায় লিফলেট বিলি করে সাধারণ জনগণের মধ্যে। আগামী ২৭সেপ্টেম্বর সারা ভারত কৃষক সংঘর্ষ সমন্বয় কমিটির আহবানে দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। ধর্মঘটের সমর্থনে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রচার অভিযানের সামিল হয়েছে বাম দল গুলি। শনিবার রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে বন্ধের সমর্থনে লিফলেট বিলি করা হয়। লিফলেট কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস বলেন কেন্দ্রীয় সরকার দেশজুড়ে অরাজকতার পরিবেশ কায়েম করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তিনটি কৃষি আইন বাতিল, বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহারসহ বিভিন্ন দাবিতে দেশজুড়ে আগামী সেপ্টেম্বর২৭ বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে। বন্ধকে সর্বাত্মক সফল করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। দেশের ৫০০টি সংঘটন এই বন্ধের সমর্থন জানিয়েছে বলেও তিনি জানান।

কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিরোধী শ্রমিক বিরোধী নীতি প্রত্যাহার করার দাবিতে এই বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে বলেও সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস জানিয়েছেন।

হঠাৎ

● প্রথম পাতার পর

উঠেছে স্কুলে অসুস্থ হয়ে পড়ল ছাত্র-ছাত্রীদের চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার কোন উত্তর দিচ্ছেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ছাত্র কিংবা ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার অভিভাবককে স্কুল থেকে খবর পাঠানো হয়। অভিভাবককে স্কুলে এসে ছাত্র কিংবা ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এক্ষেত্রে স্কুল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

উপরাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

সরকার তাঁকে স্বাগত জানাতে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছে। তাঁর সফরকালীন ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে পুলিশ ইতিমধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

প্রাক্তন ক্রিকেটারদের পেনশন দেওয়া নিয়ে বড় সিদ্ধান্তের পথে বিসিসিআই

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এবার থেকে আরও বেশি সংখ্যক প্রাক্তন ক্রিকেটার পেতে পারেন বিসিসিআইয়ের পেনশন। নতুন প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে বোর্ডের অন্দরে। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা বিসিসিআইয়ে ক্রিকেটারদের প্রতিনিধি অংশুমান গায়কোয়াড় এ খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে একটি প্রস্তাব আনতে পারেন।

এবার থেকে ক্রিকেটারদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও পেতে পারেন পেনশন। সেই পেনশন দেওয়া হতে পারে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার্স অ্যাসসিয়েশনের মাধ্যমে। এত দিন পর্যন্ত যাঁরা ২৫টি বা তার বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলেছেন, শুধু তাঁরাই আজীবন পেনশন পেতেন। নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী ন্যূনতম ম্যাচের সংখ্যা কমে ১০ পর্যন্ত নেমে আসতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক বেশি ক্রিকেটার এর আওতায় আসবেন। শুধু ক্রিকেটাররাই নন, তাঁদের অবর্তমানে ক্রিকেটারদের স্বামী বা স্ত্রীরাও পেতে পারেন পেনশন।

অংশুমান গায়কোয়াড় জানিয়েছেন, ‘‘বোর্ডের শেষ বৈঠকে পেনশন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সৌরভ আশ্বস্ত করেছে আগামী বৈঠকে এই প্রস্তাব পেশ করবে। এত দিন ২৫টি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটাররা পেনশন পেতেন। সেটা কমে ১০টি ম্যাচ হতে পারে।’’ তবে, যারা আগে থেকে পেনশন পাচ্ছেন তাঁদের পেনশন বাড়ার কোনও প্রস্তাব নেই। প্রসঙ্গত, বোর্ডের পেনশন নিয়ে সাত বা আটের দশকের ক্রিকেটারদের বিস্তর অভিযোগ আছে। কারণ, যেসময় দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেসময় জাতীয় দলের হয়ে খেলে বেশি অর্থ মিলত না।

সুদিরমান কাপে ইতিহাস গড়তে তৈরি নতুন চেহারার ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দল

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রবিবার থেকে শুরু হবে ঐতিহ্যবাদী সুদিরমান কাপ। নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিতে প্রস্তুত অভিজ্ঞতা আর তারুণ্যের মেলবন্ধনে তৈরি ভারতীয় দল। গ্রুপ এ”তে ভারতের সঙ্গে রয়েছে থাইল্যান্ড, আয়োজক দেশ ফিনল্যান্ড ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন চিন। প্রতিটি টাইয়ে দুটি করে সিঙ্গলস এবং তিনটি ডাবলস ম্যাচ খেলা হবে। সুদিরমানে কাপের ভারতীয় দলে নেই টোকিও অলিম্পিকের রুপোজয়ী পিভি সিন্ধু বা বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর সাইনা নেওয়ালও। অভিজ্ঞ সিন্ধুদের বদলে মহিলা সিঙ্গলস খেলবেন মালবিকা, অদিতি ভাটরা। একেবারে শেষমুহূর্তে পুরুষদের ডাবলস থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন টোকিও অলিম্পিকে সাড়া ফেলা চিরাগ শেট্টী, স্বস্তিকরাজ রাঙ্কিরেড্ডি জুটি। সুদিরমান কাপে পুরুষ ডাবলসে হিসাবে অংশ নেবেন ধ্রুব কাপিলা ও এমআর অর্জুনের অনভিজ্ঞ ভারতীয় জুটি। একাধিক বিখ্যাত নামের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলকে আপাত দূর্বল মনে হলেও পুরুষ সিঙ্গলস ও মহিলাদের ডাবলসের অবস্থা অনেকটাই ভালো। পুরুষ সিঙ্গলসে খেলবেন সাই প্রনীত, কিদাম্বি শ্রীকান্ত। অন্যদিকে মহিলা ডাবলসে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বেন অশ্বিনী পোনাপ্পা ও এন সিক্কি রেড্ডি জুটি।

দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত রাজস্থান রয়্যালসের

আবুধাবি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আজ খেলতে নামছে রাজস্থান রয়্যালস। গত ম্যাচে দুটো দলই জয়লাভ করেছে। পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে মাত্র ২ রানে জিতেছিল রাজস্থান রয়্যালস। অন্যদিকে পয়েন্ট টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস।

টস হেরে পান্থ বলেন, টসে জিতলে আমিও প্রথমে ফিল্ডিং নিতাম। স্টোয়েনিসের বদলে আজ মাঠে নামবেন ললিত যাদব। স্যামসন বলেন, আশা করছি দিন যত এগোবে, ততই এই উইকেট ভালো হবে। গত ম্যাচে আমাদের জয়টা দলগত ছিল। আজকের ম্যাচে ক্রিস মরিস এবং এভিন লুই খেলছেন না। টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিল রাজস্থান রয়্যালস। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিলেন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসন। দিল্লির প্রথম একাদশে একটি পরিবর্তন করা হয়েছে। চোটের কারণে মার্কাস স্টয়নিসকে বাইরে বসিয়ে দলে নেওয়া হয়েছে ললিত যাদবকে। অপরদিকে রাজস্থান এভিন লুইস এবং ক্রিস মরিসের জায়গায় দলে নিয়েছে তাব্রেইজ শামসি এবং ডেভিড মিলারকে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

সানরাইজার্স হায়দারাবাদের সামনে ১২৬ রানের লক্ষ্যমাত্রা দিল পঞ্জাব

শারজা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চলতি আইপিএলে দ্বিতীয় জয় তথা দুবার পঞ্জাব কিংসকেই হারানোর হাতছানি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সামনে। শনিবার টস জিতে পাঞ্জাব কিংসকে ব্যাট করতে পাঠান সানরাইজার্স অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন। তবে শারজার পিচে ভেঙে পড়ল পঞ্জাব কিংসের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন আপ। জিততে হলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে করতে হবে ১২৬ রান। পাঞ্জাব কিংস নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান তুলেছে। বল হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স জেসন হোল্ডারের। ফর্মে থাকা দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে পাঞ্জাব কিংসের কাজ কঠিন করে দেন জেসন হোল্ডার। ম্যাচের পঞ্চম ওভারে নিজের প্রথম ওভারটি করতে এসে প্রথম বলেই তিনি আউট করে দেন লোকেশ রাহুলকে। রাহুল ২১ বলে ২১ করেন। এই ওভারেরই পঞ্চম বলে তিনি ময়াঙ্ক আগরওয়ালকে প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান। জঘন্য শট খেলে কেন উইলিয়ামসনের হাতে ক্যাচ দিয়ে নিজের উইকেটটি ছুড়ে দেন ময়াঙ্ক। সাতাশ রানে দুই উইকেট পড়ার পর ক্রিস গেইল ও এইডেন মার্করাম অবস্থা সামাল দেওয়ার মরিয়া চেষ্টা চালান। কিন্তু ১৭ বলে ১৪ রানের বেশি করতে না পেরে রশিদ খানের শিকার হন গেইল। ৩২ বলে সর্বাধিক ২৭ রান করেন এইডেন মার্করাম। দীপক হুডা জেসন হোল্ডারের তৃতীয় শিকার। ১০ বলে তিনি করেন ১৩। পিচ মন্থর প্রকৃতির হলেও পাঞ্জাব কিংসের যা ব্যাটিং শক্তি তাতে ১০০ রান ১৭ ওভারে পূর্ণ করা নিশ্চিতভাবেই অপ্রত্যাশিত। শেষ ওভারে নাথান এলিসকে ফেরান ভুবনেশ্বর কুমার। আইপিএলের অভিষেক ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার এই পেসার ব্যাট হাতে ১২ বলে মূল্যবান ১২ রান যোগ করেন।

ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে টেস্ট খেলতে সম্মত ভারত

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত-ইংল্যান্ড পাঁচ টেস্টের সিরিজ দিয়েই শুরু হয়েছিল আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দ্বিতীয় সংস্করণ। চারটি টেস্টের পর সিরিজে বিরাট কোহলিরা ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর ভারতীয় দলে করোনা সংক্রমণের জেরে বাতিল হয়ে যায় ম্যাঞ্চেস্টারের ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট। যার জেরে বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখেও পড়ে ইসিবি। সূত্রে খবর, আগামী বছর ইংল্যান্ড সফরে গিয়ে একটি টেস্ট খেলতে সম্মত হয়েছে ভারত।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ টেস্ট হিসেবেই এই টেস্টটিকে গণ্য করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। করোনা পরিস্থিতিতে টেস্ট বাতিলের পথ খোলা থাকলেও ভারতের এই পদক্ষেপের সমালোচনায় সরব হন ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। জো রুটের দলেরও অনেকেই রুষ্ট হন। সকলেই চেয়েছিলেন টেস্টটি কয়েক দিন পিছিয়ে দিতে। কিন্তু আইপিএল বা টি ২০ বিশ্বকাপ আয়োজন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় বিসিসিআই তাতে রাজি হয়নি। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের তরফে জানানো হয়, ইসিবিকে যাতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে না হয় সেজন্য সবরকম পদক্ষেপই করবে বিসিসিআই। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়েকে কলেজে ভর্তির কারণে ইংল্যান্ডে যাওয়া পূর্বনির্ধারিত ছিল। তাতেই বোঝা গিয়েছিল দ্রুত বাতিল টেস্টটি নিয়ে কোনও পদক্ষেপ হবে।

আগামী বছর জুলাইয়ে তিনটি করে একদিনের সিরিজ ও টি ২০ আন্তর্জাতিক সিরিজ খেলতে ভারতের ইংল্যান্ডে যাওয়ার কথা।

ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে দিতে ওই সিরিজে ভারত অতিরিক্ত ২টি টি ২০ খেলতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু অবশেষে জানা গিয়েছে, অতিরিক্ত টি ২০ নয়, ভারত ও ইংল্যান্ড একটি টেস্টই খেলবে। সেটা আপাতত স্থগিত থাকা সিরিজেরই ফয়সালা করে দেবে। ইতিমধ্যেই টেস্টের দিনক্ষণের বিষয়েও ইসিবি ও বিসিসিআই সম্মত হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

দিল্লির হাতে বিধ্বস্ত রাজস্থান পন্থের ক্যাপিটালস ফের একনম্বর

আবুধাবি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : সঞ্জু স্যামসনের ৭০ রানের ঝোরো ইনিংসেও শেষরক্ষা হল না। দলগত পারফরম্যান্সের অভাবেই দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে হরে গেল রাজস্থান রয়্যালস। সেইসঙ্গেই লিগের শীর্ষে পৌঁছে গেলেন ঋষভ পন্থরা।

শনিবার টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন রাজস্থান অধিনায়ক। লক্ষ্যটা ছিল দিল্লিকে কম রানের মধ্যে বেঁধে ফেলা। শুরুতেই কার্তিক ত্যাগী শিখর ধওয়ানকে ফিরিয়ে দিয়ে সেই কাজটা সহজ করে দিয়েছিলেন। এরপর ধীরে ধীরে মুস্তাফিজুর, চেতন সাকারিয়ারা বাকিদের সাজঘরের রাস্তা দেখিয়ে দেন।

শ্রেয়স আইয়ারের ৪৩ রান ছাড়া আর কোনও বড় রান নেই দিল্লির স্কোরকার্ডে। ঋষভ করেন ২৪ বলে ২৪ রান এবং হেটমায়ারের ১৬ বলে ২৮ রান। দিল্লির ইনিংস শেষ হয় ১৫৪ রানে।

চেষ্টাটা অবশ্য চালিয়ে গিয়েছিলেন সঞ্জু স্যামসন। ৫৩ বলে ৭০ রানের ইনিংসও খেলেন তিনি। কিন্তু তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কেউই ক্রিজে দাঁড়াতে পারেননি। মহিরাম লোমরোর ১৯ রান বাদ গিলে, রাজস্থানের আর কোনও ক্রিকেটারই ১০ রানের গন্ডি টপকাতে পারেননি। বোলারদের সৌজন্যে রাজস্থানকে ৩৩ রানে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে এখন শীর্ষে দিল্লি ক্যাপিটালস। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ইস্টবেঙ্গল যোগ দিলেন মালয়েশিয়ার ফিটনেস কোচ জোসেফ রোনাল্ড

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : দেশি-বিদেশি ফুটবলারের সই চূড়ান্ত হওয়ার পর এবার মালয়েশিয়ার ফিটনেস কোচ জোসেফ রোনাল্ড ডি এঞ্জেলাস ইস্টবেঙ্গল যোগ দিলেন ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হিসেবে। শনিবারই বড়সড় ঘোষণায় জানিয়ে দিল ইস্টবেঙ্গল। কলকাতায় এবং ভারতে অবশ্য এই প্রথমবার আসছেন না জোসেফ। এর আগে ২০১২-য় ফিটনেস কোচ হিসেবে যুক্ত ছিলেন মোহনবাগানে। সেই অর্থে মোহনবাগানের ফিটনেস ট্রেনারকে এবার নিজেদের কোচিং স্টাফে যুক্ত করল লাল হলুদ শিবির। ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেওয়ার আগে জোসেফ ভুটান ফুটবল ফেডারেশনে ক্রীড়াবিজ্ঞানের প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলে ফিজিওথেরাপিস্ট এবং এনালিস্ট বিভাগেরও দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। ৪৮ বছরের মালয়েশিয়ান এই কোচ নিজের দেশে পিজে সিটি এফসি, নেগেরি সেমবিলান এফএ-তে যেমন কাজ করেছেন, তেমন মায়ানমারের হান্থারওয়াদি ইউনাইটেড এফসিতেও কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ভারত বন্‌ধের সমর্থনে আগরতলায় লিফলেট বিলি করেন বামফ্রন্টের নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে করোনার ট্যাবলেট, দাবি আমেরিকার গবেষকদের

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে করোনার ওষুধ। অন্যান্য ভাইরাল জ্বরের ক্ষেত্রে সাধারণত যে ধরনের ওষুধ বাজারে পাওয়া যায় করোনার জন্যও সে রকমই ওষুধ পাওয়া যাবে বাজারে। এমনটাই দাবি করছেন আমেরিকার গবেষকদের একাংশ।

আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব অ্যালার্জি অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেজ-এর একটি বিভাগের ডিরেক্টর কার্ল ডাইফেনবাক জানিয়েছেন, করোনার চিকিৎসার ওষুধের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে মেরেক এবং রিজব্যাক বায়োথেরাপিউটিকসের মোলনুপিরাভির। ওই ওষুধ নিয়ে ইতিমধ্যেই জোরকদমে গবেষণা চলছে। টিকাপ্রস্তুতকারী সংস্থা ফাইজারও এই রকম একটি ওষুধ নিয়ে গবেষণা চালাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি। নজরে রয়েছে রসে এবং অ্যাটিয়া ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি ট্যাবলেটও। ওই বিশেষজ্ঞরা দাবি করছেন, পরীক্ষার স্তর পেরোলে এবং ছাড়পত্র মিললেই বাজারে চলে আসবে এই ওষুধ। শরীরে কোভিড ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ধরনের ওষুধ খাওয়া শুরু করে দেওয়া যেতে পারে। এতে উপসর্গ বড় আকার নিতে পারে না।উত্তর ক্যারোলাইনা চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইরোলজিস্ট টিমোথি সিয়াহান বলেন, "শুধু নিজেকে সুস্থ করে তোলাই নয়, অন্যের শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রুখতেও কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে এই ওষুধ।"

রেমডেসিভিরের প্রাক-ক্লিনিক্যাল গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সিয়াহান। তিনি জানান, ইঁদুরের শরীরে মোলনুপিরাভির প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, সার্স-কোভ-২ প্রজাতি রুখে দিচ্ছে ওই ওষুধ। পরে ওই পদ্ধতিতেই ট্যাবলেট তৈরি করা শুরু করেছে মেরেক ও রিজব্যাক। ২০২ জন ব্যক্তির উপর ওই ওষুধ প্রয়োগ করে দেখা গিয়েছে, শরীরে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া অনেকটাই কমে যাচ্ছে ওই ওষুধ প্রয়োগের পর। আর কয়েক দিনের মধ্যেই ওই ওষুধের তৃতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের রিপোর্ট প্রকাশিত হবে।

সেপ্টেম্বরের শুরুতেই ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের শেষ পর্যায়ের গবেষণা শুরু করেছে ফাইজার। দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের রিপোর্ট শীঘ্রই হাতে আসবে বলে জানিয়েছে ওষুধপ্রস্তুতকারী সংস্থা অ্যাটিয়াও।

শীঘ্রই নিরাপত্তা বাড়ানো হবে দিল্লির আদালতে রাকেশকে আশ্বস্ত করলেন সিপি

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লির রোহিণী আদালতকক্ষে গ্যাংস্টার-যুদ্ধ, এলোপাথাড়ি গুলির ঘটনা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। শুক্রবারের ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে শনিবার দিল্লির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করলেন দিল্লি বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান রাকেশ শেরাওয়াত-সহ অন্যান্যরা। শনিবার সকালে দিল্লি পুলিশের সদর দফতরে গিয়ে দিল্লির পুলিশ কমিশনার রাকেশ আস্থানার সঙ্গে দেখা করেছেন রাকেশ শেরাওয়াতরা।

রাকেশ আস্থানার সঙ্গে কথা বলার পর দিল্লি বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বলেছেন, 'দিল্লির পুলিশ কমিশনার আমাদের আশ্বস্ত করেছেন, আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই নিরাপত্তা আরও বাড়ানো হবে। নিরাপত্তা ত্রুটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করা হয়েছে-যেমন মেটাল ডিটেক্টর কাজ করছে না, ক্যামেরা কাজ করছে না। পুলিশ কমিশনার আমাদের সমস্ত কথা শুনেছেন।

রাজ্যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সাফল্য আসছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। এজন্য শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি ও উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আজ রিপস্যাট(আরআইপিএসএটি) আয়োজিত বিশ্ব ফার্মাসিস্ট দিবসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী রিপস্যাটে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সেরও সূচনা করেন। এরপর রিপস্যাটের ছাত্রী আবাসের শিলান্যাস ও রিপস্যাট প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ও কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অবসরপ্রাপ্ত ফার্মাসিস্ট মনোর'ন নাহাকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাতে সাফল্য আসছে। বর্তমানে রাজ্যের বাইরে বহু ছাত্রছাত্রী বর্তমানে এই রাজ্যে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন। এক সময়ে রিপস্যাটে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম ছিল এখন এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য অনেকেই ওয়েটিং লিস্টে থাকতে হচ্ছে। সরকারের সঠিক নীতির ফলেই এই সাফল্য এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের জন্য হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টার গড়ে তোলা হচ্ছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠার সাথে সাথে কাজের সুযোগও সৃষ্টি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ছাত্রজীবনে অধ্যয়ন-একাগ্রতা ও লক্ষ্য স্থির থাকলে জীবনে সফল হওয়া যায়। আজকের ছাত্রছাত্রীরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। এই প্রজন্মের উজ্জল স্বনির্ভর ভবিষ্যতের জন্য সরকার একাধিক ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। উত্তর-পূর্বা'লের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এক নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। এরফলেই রিপস্যাটের সাথে উত্তর-পূর্বা'লের অনেকেই যুক্ত হয়েছেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টেলি কনসালটেন্সি পরিষেবার মাধ্যমে রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ' চিকিৎসকদের দিয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরামর্শ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। দেশের বাইরের চিকিৎসকদেরও কিভাবে এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত করা যায় তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সাধারণ সভায় রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের দাবি নরেন্দ্র মোদীর, নাম না করে বিঁধলেন চিন ও পাকিস্তানকে

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে বক্তব্য রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে চতুর্থ বার তিনি ইউএনজিএ-তে বক্তব্য রাখলেন। এদিনের বক্তব্যে রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের দাবি করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রসংঘকে প্রাসঙ্গিক করে রাখতে হলে নিজেদের সংস্কার করতে হবে। পরিবেশ সংকট থেকে কোভিড, সন্ত্রাসবাদ থেকে আফগানিস্তান সমস্যা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে যার উত্তর নেই। রাষ্ট্রসংঘকে দেখতে হবে যাতে সারা বিশ্বে আইন কানুন মানা হয়। এদিন তিনি নাম না করে বিঁধলেন পাকিস্তান ও চিনকে।

শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের বক্তব্যে করোনায় মৃতদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, অতিমারির মোকাবিলা করছে গোটা বিশ্ব। এমন অতিমারি গত ১০০ বছরে আসেনি। এদিনের সভায় তিনি গোটা দুনিয়ার সংস্থাগুলিকে ভারতে এসে টিকা তৈরির আহ্বান জানান। বলেন, বিশ্বের প্রথম ডিএনএ টিকা তৈরি তৈরি হচ্ছে ভারতে, চূড়ান্ত পর্যায়ের ট্রায়াল হচ্ছে। আসুন ভারতে টিকা তৈরি করুন।

এদিনের সভায় ভারতের উন্নতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি গণতন্ত্রের মহান পীঠস্থানের প্রতিনিধিত্ব করছি। ভারত হল গণতন্ত্রের মা। অত্যন্ত ভাইব্র্যান্ট এই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র ফলাফল দিতে পারে, ফলাফল দিয়েছে। একজন চাওয়ালার ছেলে তাই চতুর্থ বারের জন্য ইউএনজিএ-তে বক্তব্য রাখতে পারে।

এদিনের বক্তব্যে ভারতের উন্নয়ন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বলেন, সকলের জন্য উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। ভারতে উন্নয়ন হলে সারা বিশ্বে হবে। ভারতে সংস্কার হলে বিশ্ব বদলাবে। আমরা দেশের ৬ লক্ষের বেশি গ্রামে ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপিং করছি। গৃহহীনদের জন্য ৩ কোটি পাকা ঘর তৈরি হয়েছে। ৪৩ কোটি মানুষের অ্যাকাউন্ট করা হয়েছে। ভারতীয়ের উন্নয়ন হলে পৃথিবীরও উন্নয়ন হবে। ৩৬ কোটির বেশি মানুষকে বিমার আওতায় আনা হয়েছে। উন্নয়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভারত।

এদিন তিনি রাষ্ট্রসংঘের সংস্কারের দাবি করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রসংঘকে প্রাসঙ্গিক করে রাখতে হলে নিজেদের সংস্কার করতে হবে।

পাশাপাশি এদিনের সভা থেকে নাম না করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে আফগানিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করলেন গোটা বিশ্বকে। বললেন, আফগানিস্তানের মাটি ব্যবহারকে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করা চলবে না। আমাদের ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে সেই দেশের পরিস্থিতির সুযোগ অন্য কেউ না নেয়।" তাঁর কথায়, "আফগানিস্তানের মানুষদের সাহায্যের প্রয়োজন। তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হবে।"

এদিন তাঁর নিশানায় ছিল চিনও। এদিন নাম না করে চিনকে বিঁধে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সমুদ্রের সম্পদ যেন ব্যবহার করা হয় কিন্তু অপব্যবহার যেন না করা হয়। সমুদ্রের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়। সেখানে সাম্রাজ্যবাদী কোনও প্রচেষ্টা চলবে না। নিয়মের ভিত্তিতে যাতে বিশ্ব চলে সেটা একসুরে নিশ্চিত করতে হবে। সামুদ্রিক নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে আরো নিশ্চিত করতে হবে।

১৯ বছরের সন্ধান শেষ প্রাক্তন হিজবুল জঙ্গি গ্রেফতার জম্মু-কাশ্মীরে

জম্মু, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এক-দুই বছর নয়, দীর্ঘ ১৯ বছরের সন্ধান শেষ। জম্মু ও কাশ্মীরের কিশত্বর জেলায় প্রাক্তন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিকে গ্রেফতার করল সুরক্ষা বাহিনী। জম্মুর রিয়েসি জেলার আরনাস গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন হিজবুল জঙ্গি দুল্লা ওরফে জামিলকে গ্রেফতার করে বড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। বিগত ১১ দিনের মধ্যে এই নিয়ে মোট ১১ জন প্রাক্তন অথবা পলাতক জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হল।

পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বিভিন্ন সন্দেহজনক ঠিকানায় তল্লাশি চালিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে জামিলকে। ২০০২ সাল থেকে পুলিশের ওয়েন্টেড তালিকায় নাম জামিলের, এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিল সে। জামিলকে আদালতে তোলা হলে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারপতি।

মহারাষ্ট্রে ২২ অক্টোবর থেকে খুলছে সিনেমা হল, উন্মুক্ত হবে থিয়েটারও

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রে আগামী ২২ অক্টোবর থেকে খুলে যাচ্ছে সমস্ত সিনেমা হল। ওই দিন থেকেই মহারাষ্ট্রে খুলে দেওয়া হবে থিয়েটারও। স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ২২ অক্টোবর থেকে মহারাষ্ট্রে খুলবে সিনেমা হল ও থিয়েটার। শনিবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের সচিবালয়ের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

একদিন আগেই, শুক্রবার মহারাষ্ট্র সরকার জানিয়েছিল, ৭ অক্টোবর থেকে মহারাষ্ট্রে খুলে দেওয়া হবে মন্দির, মসজিদ-সহ সমস্ত ধর্মীয় স্থান। এবার সিনেমা হল ও থিয়েটার খোলারও সিদ্ধান্ত নিল মহারাষ্ট্র সরকার। শনিবার মুম্বইয়ের মেয়র কিশোরী পেডনেকর জানিয়েছেন, 'বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলার পর, কোভিড বিধি মেনে ৭ অক্টোবর থেকে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা।'

সোমালিয়ার রাজধানীতে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ, মৃত্যু কমপক্ষে ৮ জনের

মোগাদিশু, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সন্ত্রাসী হামলায় ফের রক্তাক্ত হল সোমালিয়া রাজধানী মোগাদিশু। শনিবার বেলা ১০.৫০ মিনিট নাগাদ সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দক্ষিণে হামারওয়েনে জেলায়, এল-গাব জংশনে একটি সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয়। ওই বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষ ৮ জন। জখমও হয়েছেন অনেকে। বিস্ফোরণের পরই ওই চেকপয়েন্টে পাঠানো হয় প্রচুর সুরক্ষা বাহিনী। অ্যাম্বুলেন্স জখমদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

ভারতে ভ্যাকসিন তৈরি করুন, রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শনিবার রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ভারতে টিকা তৈরি করার জন্য গোটা বিশ্বে টিকা প্রস্তুতকারকদের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গোটা বিশ্বে টিকা প্রস্তুতকারকদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, ভারতই প্রথম দেশ যেখানে বিশ্বের প্রথম ডিএনএ টিকা তৈরি হচ্ছে। ১২ বছরের উপরে সকলকে এটি দেওয়া হবে। পাশাপাশি এমআরএনএ টিকা তৈরি শেষ পর্যায়ে রয়েছে বলেও এদিন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে জানিয়ে দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। করোনা টিকার অগ্রগতি নিয়ে বলতে গিয়ে মোদী ন্যাজাল টিকা তৈরির দিকে দেশ এগোচ্ছে বলেও জানিয়ে দেন।

শনিবার নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৬তম অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী করোনা অতিমারিতে যাঁদের প্রাণ গিয়েছে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। গত ১০০ বছরের মধ্যে ভয়াবহ অতিমারির মুখোমুখি হয়েছে বিশ্ব, উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন, ভারতীয় বংশদ্ভূত কোনও চিকিৎসক বা আবিষ্কারকরা কোন দেশে রয়েছেন সেটা কোনও ব্যাপার নয়, আমরা তাঁদের মানবসেবায় এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করছি। কোভিড-১৯ পরিস্থিতির মধ্যে এটাই আমাদের স্পিরিট। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, কোভিড ১৯ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে বিশ্বের অর্থনীতি আরও বহুমুখী হওয়া দরকার। তিনি বলেন, মানবতার দায়িত্ব পালনের জন্য ভারত আবার বিভিন্ন দেশে ভ্যাকসিন পাঠাচ্ছে। দুনিয়ার ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারকদের অনুরোধ করছি, আসুন, ভারতে ভ্যাকসিন তৈরি করুন। আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে আহ্বান মোদীর। তিনি বলেন, আজ আমরা জানি মানুষের জীবনে প্রযুক্তির কত মূল্য। কিন্তু বদলে যাওয়া পৃথিবীতে প্রযুক্তির সঙ্গে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কতটা যোগসূত্র সেটাও বোঝা যাচ্ছে। জানিয়ে দিলেন মোদী।

কোয়াডে মিলিত ৪ রাষ্ট্রনেতা মোদীর বার্তা বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে চতুর্দেশীয় অক্ষ

ওয়াশিংটন, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোয়াড অন্তর্ভুক্ত চার দেশের রাষ্ট্রনেতা এই প্রথম বার মুখোমুখি মিলিত হলেন। ভারতীয় সময় অনুযায়ী শুক্রবার মধ্যরাতে আমেরিকার ওয়াশিংটনে চতুর্দেশীয় অক্ষ বা কোয়াডের নেতাদের বৈঠক হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগা। সেই বৈঠকে বিশ্বের বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কোভিড-১৯, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলির পাশাপাশি এশিয়ার স্থিতাবস্থা এবং সন্ত্রাসবাদের মতো বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মোদী জানিয়েছেন, বিশ্বের মঙ্গলের জন্য কাজ করবে কোয়াড।

সমগ্র বিশ্বে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে কোয়াড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে বলেও মন্তব্য করেছেন মোদী। মুক্ত এশিয়া গড়ে তোলাও কোয়াডের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন তিনি। মোদী বলেছেন, "আমাদের নিজ নিজ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে কোয়াড এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, কোভিড মোকাবিলা, বিশ্বের নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি নিয়ে কোয়াড সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করতে পেরে ভাল লাগছে। বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে কোয়াড।" কোয়াড বৈঠক সম্পর্কে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কোয়াড নেতাদের সঙ্গে বৈঠক ব্যাপক ও ফলপ্রসূ ছিল।' কোয়াডের আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মোদী। কোয়াডের আগে অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের সঙ্গে পৃথক দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন মোদী।

কোয়াড নেতাদের বৈঠকে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, আফগানিস্তান পরিস্থিতি, ইন্দো-প্যাসিফিক চ্যালেঞ্জ-সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেছেন কোয়াড নেতারা। কোয়াড বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জানান, ভারত জনসন এন্ড জনসন ভ্যাকসিনের ৮ মিলিয়ন ডোজ উপলব্ধ করবে। ওয়াশিংটনে কোয়াড নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর নিউইয়র্কে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী, নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ৭৬ তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লি গুলিকাণ্ডে রাকেশ আস্থানার 'যোগ্যতা' নিয়ে প্রশ্ন তুলল আপ

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স) : শুক্রবার দুপুরে দিল্লির রোহিণী আদালতে গুলি চালানোর ঘটনায় আবার প্রশ্নের মুখে পড়ল দিল্লির পুলিশ কমিশনার পদে রাকেশ আস্থানার নিয়োগ। বিজেপি ঘনিষ্ঠ এই আইপিএস অফিসারকে দিল্লি পুলিশের শীর্ষ কর্তার পদে বসানো সত্ত্বেও রাজধানীর নিরাপত্তায় যে গলদ রয়েছে, তা নিয়ে সরব হয়েছে আম আদমি পার্টি। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে নানা বিতর্কে জড়িয়েছেন গুজরাট ক্যাডারের অফিসার আস্থানা। সিবিআইয়ে থাকাকালীন সংস্থার প্রধান অলোক বর্মার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। পরবর্তীতে অবসর নেওয়া অলোক বর্মার বিরুদ্ধে কেন্দ্র ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে। আর অবসরের ঠিক চারদিন আগে আস্থানার চাকরির মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে তাঁকে দিল্লির পুলিশ কমিশনার করা হয়। যদিও এই নিয়োগ ঘিরে আদালতে মামলা চলছে। দিল্লি পুলিশের দায়িত্ব দিল্লি সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে গোড়া থেকেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রোহিণী গুলি কাণ্ডের ঘটনায় পুরনো বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে আপ নেতৃত্ব। দলের বিধায়ক সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, "সরকারের সবচেয়ে আস্থাভাজন ব্যক্তি দিল্লি পুলিশের শীর্ষ পদে বসে রয়েছেন।

সব ধরনের নিয়ম অগ্রাহ্য করে কেন্দ্র তাদের পছন্দের ব্যক্তিকে শীর্ষ পদে বসিয়েছে। তাই কেন্দ্রও দায় এড়াতে পারে না। দিল্লি সরকারের হাতে দিল্লি পুলিশের দায়িত্ব তুলে দিলে নিয়োগের ক্ষেত্রে এইরকম পক্ষপাতিত্ব হত না।" এদিকে, সিপিআই নেতা ডি রাজা গোটা ঘটনায় দায় চাপিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপরে। তবে দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যর্থতার যে অভিযোগ উঠেছে তা মানতে রাজি নন আস্থানা। তাঁর দাবি "আততায়ীরা আইনজীবীর ছদ্মবেশে থাকায় প্রথমে বোঝা যায়নি। বোঝা যেতেই ওই দু'জন খুনিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দিল্লি পুলিশ। দুই আততায়ী ও তারা যাকে মারতে এসেছিল সেই জিতেন্দ্র মান ওরফে গোগীই কেবল মারা গেছে। বাকিরা সুরক্ষিত রয়েছে।"

ভারত বনধের সমর্থনে এআইইউটিইউসির পক্ষ থেকে আগরতলায় প্রচার কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।